ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-245 ■ 6 June, 2026 ■ আগরতলা ৬ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরা সীমান্তে আরও ১১৯ কিমি হচ্ছে কাঁটাতারের বেড়া ঃ অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত ১১৯ কিলোমিটার সীমান্তে নতুন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্মার্ট বর্ডার ফেন্সিংয়ের পাইলট প্রকল্প আগামী বছর চালু করা হবে। আজ ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লঙ্কামুড়া বিএসএফ সীমা চৌকিতে আয়োজিত প্রহরী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই দাবি করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় অতিরিক্ত ১১৯ কিলোমিটার সীমান্তে নতুন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্মার্ট বর্ডার ফেন্সিংয়ের পাইলট প্রকল্প আগামী বছর চালু করা হবে। বর্তমানে দেশ কোনও বড় যুদ্ধ বা সংঘাতের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি না হলেও মাদক পাচার, মানব পাচার, গবাদি পশু পাচার এবং জাল নোটের কারবার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।

ত্রিপুরা সীমান্তের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে অভেদ্য নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে সীমান্তপথে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না বলেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান। তিন দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ত্রিপুরা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত বেড়ার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ১৫ বছরের বেশি পুরনো প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার বেড়া সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১১৯ কিলোমিটার নতুন আধুনিক সীমান্ত বেড়া নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে ফের হিংসায় বলি ৩ জ্বালিয়ে দেওয়া হল বহু বাড়িঘর

ইম্ফল, ৫ জুন (আইএএনএস)।। মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে সশস্ত্র হামলার ঘটনায় এক মহিলা-সহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলাকারীদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কাংপোকপি জেলার লোইবোল খুল্লেন গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় এক সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা হামলা চালায়। হামলার জবাবে অন্য একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা ধরে তীব্র গুলির লড়াই চলে।

এই গোলাগুলির মধ্যেই গ্রামের তিন বাসিন্দার মৃত্যু হয়। নিহতদের পরিচয় লেটখংগাম হাওকিপ, তাঁর স্ত্রী টিনমারি হাওকিপ এবং জাংমিনলাল হাওকিপ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

ঘটনার পর আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেন। হামলায় অন্তত সাতটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য বেসামরিক সম্পত্তিরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে। হামলাকারীদের খুঁজে বের করতে এলাকাজুড়ে তল্লাশি অভিযান চলছে।

এদিকে, মণিপুরের কুকি সম্প্রদায়ের শীর্ষ সংগঠন কুকি মনিপুর এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি তুলেছে।

সংগঠনের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেন, নিরীহ মানুষের পরিকল্পিত হত্যা এবং বাড়িঘর ধ্বংস মানবিক মর্যাদা ও মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'বেসামরিক মানুষের উপর হামলা এবং তাদের বাড়িঘর ধ্বংস কোনও অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি।'

সংগঠনটি কেন্দ্র সরকার এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থাগুলির কাছে দ্রুত তদন্ত শুরু করে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ভবিষ্যতে এ ধরনের হামলা রোধে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে।

মধ্য ভুবনবনে বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। মধ্য ভুবনবন এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে পদ্মা চক্রবর্তী নামে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁর মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ফরেনসিক দলকেও ডাকা হয়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন এবং প্রাথমিক তদন্ত চালান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা চক্রবর্তী বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশ সফরেও আলোচনায় ছিল বাংলা ঃ মোদি

সুরাট, ৫ জুন (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার বলেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক পাঁচ দেশের বিদেশ সফরের সময় পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য এবং দলের প্রতি দেশ-বিদেশে বাড়তে থাকা আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন।

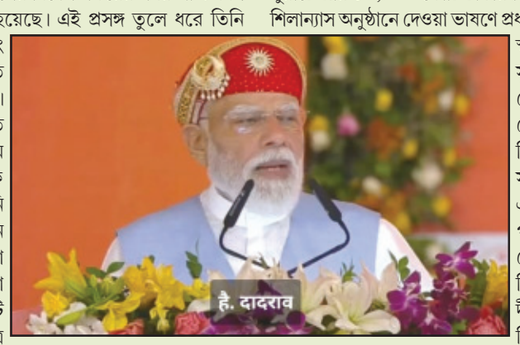

সুরাটে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পুদুচেরির সাম্প্রতিক নির্বাচনের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, বাংলার সাম্প্রতিক নির্বাচন নিয়ে কথা বলছি... আপনারা হয়তো ভাবছেন, হঠাৎ বাংলার কথা কেন বলছি। কিন্তু সম্প্রতি পাঁচটি দেশে সফরকালে দেখেছি, সর্বত্র বাংলাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং পুদুচেরিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজেপি এবং এনডিএ জোট বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত ও পুরনিগম নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে জয়লাভ করছে।

সুরাটে প্রায় ১৮,৮০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মূলত উন্নয়ন, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পরিকাঠামো এবং সুশাসনের বিষয়গুলোর ওপর জোর দেন।

মোদি বলেন, বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ উন্নয়নমুখী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে মত দিচ্ছেন। তাঁর মতে, ভোটাররা ক্রমশ অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলাকে প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, প্রতিটি নির্বাচন একটাই বার্তা দেয়দেশ বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা এবং হতাশা পছন্দ করে না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আশাবাদ এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। ভারত অনেক আগেই নেতিবাচকতার রাজনীতি ছেড়ে এগিয়ে গেছে। এটি সীমাহীন আশাবাদ এবং অসাধারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুন আতঙ্কে হকার্স কর্ণার অল্পেতে রক্ষা পেল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। *অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল আগরতলা শহরের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হকার্স কর্নার। আজ ওই এলাকায় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি বৈদ্যুতিক সংযোগে শর্ট সার্কিটের পর আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দ্রুত দমকল বাহিনী ও বিদ্যুৎ দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে নেমে পড়ে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য দোকান থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তবে দ্রুত পদক্ষেপের ফলে কোনো প্রাণহানি বা বড় আর্থিক ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে।*

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, স্মার্ট মিটার প্রকল্প এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির অভিযোগ তুলে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে তীব্র আক্রমণ শোনাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতি জারি করে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও "স্মার্ট মিটার" জালিয়াতির অভিযোগ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, রাজ্যবাসী যখন তীব্র দাহদাহে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই সম্পূর্ণ চুপিসারে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আবারও বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করেছেন, যার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মেলেনি। বিবৃতিতে বলা হয়, গত মাস থেকে গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত ফিক্সড চার্জ ও ফুয়েল চার্জ বাবদ ৭০-৭৫ টাকা থেকে শুরু করে ২০০-২৫০ টাকা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি চাপানো হয়েছে, যা "মরার ওপর খাঁড়ার ঘা"-এর মতো।

পাশাপাশি, বিদ্যুৎ নিগমের স্থায়ী আমানতের প্রায় ৩.৫ কোটি টাকা লুট এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাকে গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা লুটে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি: বিদ্যুৎ নিগমকে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণগ্রস্ত করে তোলার পরও বিগত ৮ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হচ্ছে। "স্মার্ট মিটার" প্রকল্পের নামে গ্রাহকদের পকেট কাটার আলিয়াতি চলছে। তীব্র গরমের মধ্যেও রাজ্যের সর্বত্র অঘোষিত লোডশেডিং চলছে। খোদ আগরতলা শহরে গত ৭ দিনের মধ্যে কোনো কোনো এলাকায় ১৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকতে হয়েছে এবং গত ১০ দিনে ঝড়-বৃষ্টি ছাড়াই দিনে ৭২ বার বিদ্যুৎ ড্রপের ঘটনা ঘটেছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রদেশ কংগ্রেস অবিলম্বে বর্ধিত মাশুল ও বিভিন্ন চার্জ প্রত্যাহার, স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল এবং বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত দুর্নীতির যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নামে তথাকথিত উন্নয়নমূলক কাজকে "কামধেনু"তে পরিণত করে শত শত কোটি টাকা লুটে নেওয়া হচ্ছে। ফলস্বরূপ আগরতলার নিকাশি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে টিএসইসিএলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। অবিলম্বে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, ফিক্সড চার্জ ও ডিউটি চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে বনমালীপুরের ভুতুরিয়া এলাকায় অবস্থিত ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিন সংগঠনের সদস্যরা বিদ্যুৎ পরিষেবার নানা সমস্যার বিরুদ্ধে সরব হন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কোনো ধরনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি বা জনসচেতনতা ছাড়াই চলতি বছরের মে মাস থেকে বিদ্যুতের মাশুল, ফিক্সড চার্জ, ডিউটি চার্জসহ একাধিক খাতে হঠাৎ করে মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সাধারণ গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপছে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই বাড়তি খরচ বহন করা ক্রমশ

কঠিন হয়ে উঠছে বলে দাবি সংগঠনের।

তাঁরা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনা না করেই একতরফাভাবে মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিলের অতিরিক্ত চাপের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরেই গ্রাহকদের বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক লাইনম্যান না থাকায় বিদ্যুৎ লাইনে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা মেরামত করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এছাড়াও ঘন ঘন লোডশেডিং, নিম্ন ভোল্টেজের সমস্যা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিয়মিততার বিষয়টিও তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা। তাদের বক্তব্য, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নের পরিবর্তে গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল, ফিক্সড চার্জ ও ডিউটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য ত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু"দিনের রাজ্য সফর শেষে আজ বিকেলে আগরতলা ত্যাগ করেন। আগরতলার এম.বি.বি. বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদায় জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতির উদ্যোগ দুর্লভ নারায়ণ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন ।। সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের অর্থেই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগালেন এলাকার বাসিন্দারা। এমনই ছবি দেখা গেল ২১ নলছড় পশ্চিম গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভ নারায়ন এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাস্তাটিতে ইট সলিংয়ের কাজ করা হয়। তবে গত প্রায় আট বছর

ধরে রাস্তাটির কোনও সংস্কার বা উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের দাবিতে একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন ও ডেপুটেশন দেওয়া হলেও কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রায় ৫০টি পরিবার আর্থিক অনুদান প্রদান করে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করে। এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ডিওয়াইএফআই দুর্লভ নারায়ন অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আনোয়ার হোসেনও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্তের ৫ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ জুন।। মাদক বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য প্রশাসনের। খোয়াই জেলা আদালতের মহামান্য বিচারক এনডিপিএস বা মাদক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দীপঙ্কর দাস নামে এক ব্যক্তিকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে আদালত তাকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ বছরের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছে। সাজাপ্রাপ্ত দীপঙ্কর দাস খোয়াইয়ের লালছড়া এলাকার বাসিন্দা, তার পিতার নাম মৃত ধন রঞ্জন দাস।

আদালত ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে লালছড়া এলাকা থেকে নিষিদ্ধ মাদক হিরোইন সমেত দীপঙ্কর দাসকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছিল। ঘটনার পর খোয়াই থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়, যার মামলা নম্বর ৯৭/২০২৩। মামলার তদন্তকারী অফিসার তথা সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৬ জুন ২০২৬ ইং
২২ জৈষ্ঠ্য, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দেশের আর্থিক বৃদ্ধি

বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈরী পরিস্থিতির মাঝেই ভারতের অর্থনীতিতে বড়সড়ো চমক দেখা গিয়াছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে ৭.৮ শতাংশ, যাহা বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।চতুর্থ ত্রৈমাসিকের এই দুর্দান্ত গতির ওপর ভর করিয়া পুরো ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে ৭.৭ শতাংশ। গত অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) এই বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ।বিশ্বজুড়ে চলা নানা সংঘাত যেমন মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও তেলের বাজারে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ এই বৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করিয়াছে।সেবা ক্ষেত্র বিশেষ করিয়া ট্রেড, হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কনস্ট্রাকশন ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। তবে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির গতি কিছুটা ধীর ছিল।দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিমাপক গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৭.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ভারত তাহার এই দ্রুততম বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখিয়া বিশ্বমঞ্চে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করিল।

২০২৪-২৫ সালে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ। আর গত অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ছিল ৭.৮ শতাংশ। এর আগে পরিসংখ্যান মন্ত্রকের অনুমান ছিল, নতুন ভিত্তিবর্ষের হিসাবে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াইবে ৭.৬ শতাংশ। সেই হিসাবে এদিনের প্রকাশিত হার তাহার থেকে সামান্য বেশি।নতুন ভিত্তিবর্ষ ২০২২-২৩ ধরে এ বছর প্রথম পুরো অর্থবর্ষের আর্থিক বৃদ্ধির হার প্রকাশ করিল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে, সেই হিসাবে ২০২৫-২৬ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়াইয়াছে ৭.৭ শতাংশ। পাশাপাশি, চতুর্থ ত্রৈমাসিকে তা ৭.৮ শতাংশ হইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে।২০২৪-২৫ সালে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৭.১ শতাংশ। আর গত অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ছিল ৭.৮ শতাংশ। এর আগে পরিসংখ্যান মন্ত্রকের অনুমান ছিল, নতুন ভিত্তিবর্ষের হিসাবে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার দাঁড়াইবে ৭.৬ শতাংশ। সেই হিসাবে এদিনের প্রকাশিত হার তাহার থেকে সামান্য বেশি। শুক্রবার জিডিপির হার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই নিয়ে বিবৃতি দেয় জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর। তারা জানাইয়াছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে প্রকৃত ডিজিপি বা স্থির মূল্য জিডিপি ৮৭.৭৭ লক্ষ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, যাহা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের একই ত্রৈমাসিকের ৮১.৪০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে অনেকটাই বেশি। অন্যদিকে, এই ত্রৈমাসিকের জন্য নামমাত্র জিডিপি ৯৪.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁইতে পারে বলিয়া অনুমান করা

হইতেছে,, যাহা ৯.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছে।২০২৫-২৬ পূর্ণ অর্থবর্ষের জন্য দেশের প্রকৃত জিডিপি ৩২৩.১২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এটি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম সংশোধিত অনুমান ২৯৯.৮৯ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় ৭.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশ করে। অন্যদিকে, এই সময়ে নামমাত্র জিডিপি ৩৪৬.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা হইবে বলিয়া পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জিভিএ) ২০২৬ অর্থবর্ষে ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে, যেখানে নামমাত্র জিভিএ ৯.১ শতাংশ বাড়বে বলিয়া ধারণা করা

হইতেছে। শুধু চতুর্থ ত্রৈমাসিকের হিসেবে অনুযায়ী, প্রকৃত জিভিএ প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৯ শতাংশ, যেখানে নামমাত্র জিভিএ ৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাইতেছে যে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে রহিয়া গিয়াছে মাধ্যমিক (সেকেন্ডারি) এবং তৃতীয় বা পরিষেবা খাত। ২০২৬ অর্থবর্ষে স্থির মূল্যে মাধ্যমিক খাতে ৮.৮ শতাংশ এবং তৃতীয় খাতে ৯.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। অন্যদিকে, মূলত কৃষি ও মৎস্য খাতের ওপর ভর করিয়া প্রাথমিক খাতে ৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত

হইয়াছে।২০২৬ অর্থবর্ষে স্থির এবং চলতি-উভয় মূল্যেই উৎপাদন, বাণিজ্য, মেরামত, হোটেল, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সম্প্রচার ও সংরক্ষণ-সম্পর্কিত পরিষেবা খাতের পাশাপাশি আর্থিক, রিয়েল এস্টেট ও পেশাগত পরিষেবা খাতে দুই অঙ্কের জোরালো প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ললিত বাজার-এনআইটি সড়কের বেহাল দশা, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

আগরতলা, ৫ জুন : দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত ললিত বাজার থেকে এনআইটি, বোরখা হাসপাতাল ও পাটনি সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি চরম বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তাজুড়ে অসংখ্য বড় বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় প্রতিদিন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যানবাহন চালক এবং পথচারীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই গর্তগুলো পানিতে ভরে যায়। ফলে কোথায় রাস্তা আর কোথায় গর্ত তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এই পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

এই সড়কটি এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এনআইটি, বোরখা হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কাজে যাতায়াতের জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করেন। এছাড়াও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং মান্দাই বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা-সহ বিভিন্ন ব্যক্তির নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে এই পথ দিয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, অবিলম্বে সড়কটির মেরামত ও সংস্কারের কাজ শুরু না হলে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাই জনস্বার্থে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন তারা।

বর্তমানে ললিত বাজার থেকে এনআইটি, বোরখা হাসপাতাল ও পাটনি সংযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দুরবস্থা এলাকাবাসীর ক্ষোভের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। দ্রুত সংস্কার কাজ শুরু হবে বলেই আশা করছেন স্থানীয়রা।

টয়োটা নতুন ইনোভা ক্রিস্টা লঞ্চ করল প্রিমিয়াম স্টাইলিং এবং নতুন ডিজাইন এলিমেন্টস সহ

নতুন সাহসী এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ এক্সটেরিয়র: নতুন স্টাইলের সাহসী অথচ সোফিস্টিকেটেড রেডিয়েটর গ্রিল, আপডেটেড ফ্রন্ট এবং রিয়ার বাম্পার গার্নিশ

অতিরিক্ত সুবিধা সহ ইন্টেরিয়রে নতুনত্ব: নতুন ডুয়াল-টোন লেদার সিট আপহোলস্ট্রি, আপডেটেড ইন্টেরিয়র ট্রিম ফিনিশ - ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল, ডোর ট্রিম এবং বেজেলে গ্রেস কপার ও উড-প্যাটার্ন হাইলাইটস, এসি কন্টোল ও সুইচের জন্য রিফাইন্ড ডিটেইলিং। টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (TPMS) এবং ওয়্যারলেস চার্জারের মতো অতিরিক্ত সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।

নতুন বর্ধনগুলির লক্ষ্য হল একটি সাহসী এবং মার্জিত অথচ মাসকুলার চরিত্র প্রদান করা, যা বিভিন্ন বয়সের গ্রুপের পরিবর্তনশীল গতিশীলতার চাহিদার জন্য আরাম, ব্যবহারিকতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার একটি পরিমার্জিত মিশ্রণ সরবরাহ করে।

লেগেসি: ২১ বছরেরও বেশি নেতৃত্ব, বিশ্বাস, গুণমান এবং মানসিক শান্তির দ্বারা সমর্থিতইনোভা ব্র্যান্ডের সমার্থক।

অতুলনীয় পারফরম্যান্স সহ মসৃণ **ড্রাইভেবিলিটি:** টয়োটার প্রমাণিত ২.৪-লিটার ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনের সাথে যুক্ত, নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং মসৃণ ড্রাইভেবিলিটি প্রদান করে।

বেঙ্গালুরু, ০৪ জুন, ২০২৬: টয়োটা কিরলোস্কার মোটর (TKM) আজ নতুন ইনোভা ক্রিস্টা লঞ্চের ঘোষণা করেছে, ভারতের সবচেয়ে প্রিয় MPV– যাতে নতুন সাহসী ডিজাইন এলিমেন্ট এবং অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। টয়োটার 'এভার বেটার কার' সরবরাহ করার দর্শন এবং শক্তিশালী গ্রাহক-প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সর্বশেষ আপগ্রেডটি গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল প্রত্যাশা পূরণের জন্য চিন্তাভাবনা করে ডিজাইন করা হয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবারের জন্য একটি বিশ্বস্ত গতিশীলতার অংশীদার হিসাবে এর উত্তরাধিকারকে আরও শক্তিশালী করে। দুই দশকেরও বেশি অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাত্রার দ্বারা গঠিত, ইনোভা ক্রিস্টা ভারতের সবচেয়ে প্রিয় MPV-গুলির মধ্যে একটি রয়ে গেছে, যা নির্ভরযোগ্যতা, আরাম, সুরক্ষা, বিলাসিতা এবং শক্তির জন্য পরিচিত। এই শক্তিশালী ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, নতুন ইনোভা ক্রিস্টা ক্রমাগত উন্নতির প্রতি টয়োটার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, নির্বাচিত গ্রেডগুলিতে উপলব্ধ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে, সামগ্রিক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কার্যকরী এবং নান্দনিক বর্ধনের চিন্তাশীল সংমিশ্রণ করে।

পরিমার্জিত এক্সটেরিয়র ডিজাইন অতুলনীয় রোড প্রেজেন্স দেওয়ার লক্ষ্যে: এর সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে, নতুন ইনোভা ক্রিস্টায় নতুন স্টাইলের সাহসী, অথচ সোফিস্টিকেটেড রেডিয়েটর গ্রিল রয়েছে যা আপডেটেড ফ্রন্ট বাম্পার গার্নিশের সাথে যুক্ত, যা আরও মার্জিত এবং দৃঢ় ফ্রন্ট প্রোফাইল তৈরি করে। পিছনে, রিফ্রেশড বাম্পার গার্নিশ এলিমেন্টগুলি ভিজ্যুয়াল সলিডিটি যোগ করে এবং গাড়ির মাসকুলার আবেদন বাড়ায়, একই সাথে MPV-র পরিচিত এবং বিশ্বস্ত সিলুয়েট বজায় রাখে। চেহারার দিক থেকে নতুনত্ব যোগ করার সময়, ইনোভা ক্রিস্টা বিভিন্ন ড্রাইভিং অবস্থায় প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্যতা সরবরাহ করে চলেছে।

ডিজাইন বর্ধনগুলি একটি তাজা, সমসাময়িক চেহারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে: নতুন ইনোভা ক্রিস্টায় একটি পরিমার্জিত প্রিমিয়াম কেবিন রয়েছে যা একটি মার্জিত অথচ শক্তিশালী চরিত্র প্রতিফলিত করে। নতুন ডুয়াল-টোন লেদার সিট আপহোলস্ট্রি প্রবর্তনের সাথে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল, ডোর ট্রিম এবং বেজেলে গ্রেস কপারে আপডেটেড ইন্টেরিয়র ট্রিম ফিনিশ, উড-প্যাটার্ন হাইলাইটস সহ, একটি সমন্বিত এবং সমসাময়িক ইন্টেরিয়র থিম তৈরি করে। এসি কন্ট্রোল, সুইচ এবং রিয়ার সিট ব্যাক টেবিল জুড়ে আপডেটেড ডিটেইলিংয়ের মাধ্যমে কেবিনটি আরও উন্নত করা হয়েছে, যা উন্নত ভিজ্যুয়াল গভীরতা এবং অনুভূত গুণমানে অবদান রাখে। ওয়্যারলেস চার্জার এবং টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম (TPM) এর মতো বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্যতা এবং প্রতিদিনের সুবিধা শক্তিশালী করা হয়েছে, যা সামগ্রিক কার্যকারিতা এবং সুরক্ষাকে শক্তিশালী করে। লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করে, মিঃ সাবারি মনোহর, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস- সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, টয়োটা কিরলোস্কার মোটর, বলেছেন, "ব্র্যান্ড ইনোভার ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি ইউনিট বিক্রি করে, ইনোভা ক্রিস্টা তার দুই দশকের নির্ভরযোগ্যতা, আরাম এবং মূল্যের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে MPV সেগমেন্টে অতুলনীয় মানদণ্ড স্থাপন করেছে। রিফ্রেশড নতুন ইনোভা ক্রিস্টা সূক্ষ্ম অথচ অর্থপূর্ণ আপডেট নিয়ে আসে, গ্রাহকরা সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুণাবলী বজায় রেখে নতুনত্বের অনুভূতি আনে। ক্রমাগত উন্নতি এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবনের দ্বারা পরিচালিত, আমরা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্বস্ত গতিশীলতা সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ইনোভা ক্রিস্টা: অতুলনীয় উত্তরাধিকারের উপর নির্মিত, প্রতিদিনের আত্মবিশ্বাসের জন্য ডিজাইন করা

টয়োটা ইনোভা ক্রিস্টা লক্ষ লক্ষ ভারতীয় পরিবার এবং ব্যবসার জন্য একটি বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসাবে একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। টয়োটার প্রমাণিত ২.৪-লিটার ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশনের সাথে যুক্ত, MPV শক্তিশালী লো-এন্ড পারফরম্যান্স, মসৃণ ড্রাইভেবিলিটি এবং দীর্ঘ-দূরত্বের আরাম প্রদান করে, একই সাথে ১৫ কিমি/লিটার পর্যন্ত সার্টিফাইড ফুয়েল এফিসিয়েন্সি অফার করে। আরাম, ব্যবহারিকতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার একটি নিরবচ্ছিন্ন মিশ্রণ অফার করার জন্য ডিজাইন করা, ইনোভা ক্রিস্টায় নমনীয় সিটিং সহ প্রশস্ত কেবিন, সমস্ত সারির জন্য দক্ষ এয়ার-কন্ডিশনিং, এবং দীর্ঘ যাত্রার

জন্য পর্যাপ্ত হেডরুম এবং লেগরুম রয়েছে। ইন্টেরিয়র কার্যকরী ডিজাইনের সাথে প্রিমিয়াম ফিনিশকে একত্রিত করে, যখন স্মার্টফোন কানেক্টিভিটি সহ টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম এবং স্টিয়ারিং-মাউন্টেড কন্ট্রোলের মতো প্রযুক্তি এবং সুবিধার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহারের সহজতার সাথে আপস না করে কার্যকারিতা বাড়ায়।ইনোভা ক্রিস্টা উন্নত সুরক্ষা প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে সাতটি এয়ারব্যাগ, অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS), ভেহিকল স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, হিল স্টার্ট অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল, ইলেকট্রনিক ব্রেক ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন এবং ব্রেক অ্যাসিস্ট রয়েছে, যা পরিবার এবং পেশাদার ব্যবহার উভয়ের জন্য মানসিক শান্তি নিশ্চিত করে।

অসাধারণ ওনারশিপ অভিজ্ঞতা: টয়োটার ব্যাপক ওনারশিপ অফারিং দ্বারা সমর্থিত, ইনোভা ক্রিস্টা ৭ বছর পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ফাইন্যান্স স্কিম, কম-EMI প্ল্যান এবং টয়োটা স্মার্ট ফাইন্যান্স (বেলুন ফাইন্যান্স), এক্সপ্রেস মেইনটেন্যান্স সার্ভিস, ২৪অ৭ রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স, এবং ৩ বছর/১,০০,০০০ কিমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি যা ৫ বছর/২,২০,০০০ কিমি পর্যন্ত বাড়ানো যায়, দীর্ঘস্থায়ী মূল্য এবং একটি নির্ভরযোগ্য ওনারশিপ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। টয়োটা ইনোভা ক্রিস্টা প্ল্যাটিনাম হোয়াইট পার্ল, সুপার হোয়াইট, সিলভার মেটালিক, অ্যাটিটিউড ব্ল্যাক মিকা এবং অ্যাভান্ট-গার্ড ব্রোঞ্জ মেটালিক-এ পাওয়া যায়, এবং নিম্নলিখিত একটি আকর্ষণীয় প্রারম্ভিক মূল্যে ব্যতিক্রমী মূল্য প্রদান করে:

ভেরিয়েন্টস
এক্স শোরুম প্রাইস INR
7S | 8S
GX / GX Fleet | Rs. ১,৯৭২,০০০ | Rs. ১,৯৭৭,০০০
GX+ | Rs. ২,১১৫,০০০ | Rs. ২,১২০,০০০
VX | Rs. ২,৪৯৩,০০০ | Rs. ২,৪৯৮,০০০
ZX | Rs. ২,৬৬৩,০০০

গ্রাহকরা তাদের নিকটস্থ টয়োটা ডিলারশিপে যেতে পারেন বা https-//www.toyotabharat.com # এ অনলাইনে বুক করতে পারেন।

স্টিভেন ওয়াইনবার্গ : দুনিয়ার 'প্রথম তিন মিনিটের' বিজ্ঞানী

মুনির হাসান

১৯৬৭ সালে ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স জার্নালে তিন পাতার চেয়ে কম একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয। 'এ মডেল অব লেপটন' নামের সেই নিবন্ধে লেখক পদার্থ বিজ্ঞানী লেপটনের একটি মডেল বর্ণনা করেছেন। সেখানে বেশ কিছু মৌল কণার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। লেখক সেই সময় ছিলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) ল্যাবরেটরি ফর নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড ফিজিকস ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক। সেই সময় তিনি ছুটিতে ছিলেন। তাঁর মূল কাজের জায়গা ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র। নিবন্ধের বিষয়বস্তু সহজ। দুনিয়ার সকল কিছু চারটি মৌলিক বল যথাক্রমে মহাকর্ষ, বিদ্যুৎচুম্বীঁয়, সবল ও দুর্বল বলের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে বিদ্যুৎচুম্বকীয় এবং দুর্বল বল উভয়ই সাবএটমিক বা অতি পারমাণবিক কণার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরী হয়। বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল তাত্ত্বিকভাবে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করতে পারে। কারণ এর কণা ফোটন ভরহীন। অন্যদিকে দুর্বল বল কেবল পরমাণুর মধ্যে সীমিত পরিসরে কাজ করতে পারে, কারণ এটি কাজ করে একটি ভারী বোসনের সাহায্যে। ফোটন ও এই অন্তর্বর্তী বোসনের সঙ্গে লেপটনের মিথস্ক্রিয়ার ফলে দুর্বল বলের কার্যকারিতা। ১৯৬৭ সালের আগে অনেকে বিজ্ঞানী দুর্বল ও বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে বিজ্ঞানী শেলডন গ্ল্যাশো ১৯৬১ সালে কিছুটা অগ্রগতি করেন। গ্ল্যাশোর মডেলে দুই বলের প্রতিসাম্য ভাঙার একটি চিত্র পাওয়া গেলেও সেখান থেকে এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়নি, যা পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা যায়। তাছাড়া সেই মডেলে অযাচিতভাবে একটি ভরহীন গোল্ডস্টোন বোসনেরও দরকার হচ্ছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের উল্লিখিত নিবন্ধের লেখক একটি নতুন মডেল প্রস্তাব করেন। দেখা গেল, এই মডেলে দূর্বল ও বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের প্রতিসাম্য একসময় ভেঙে আলাদা হলেও সেখানে ভরহীন বোসনের প্রয়োজন পড়ছে না। তার বদলে ফোটন ও অন্তর্বর্তী বোসনই যথেষ্ট। লেখক প্রমাণ করলেন, বৈসাদৃশ্য থাকা স্বত্ত্বেও ফোটন ও ওই বোসন একই পরিবারের সদস্য। ওই কণার তিনি নাম দিয়েছেন ডব্লিউ ও জেড কণা। ১৯৮২-৮৩ সালে নানা পরীক্ষায় এই ডেজ ও ডব্লিউ কণার দেখা মেলে বিজ্ঞানীদের কাছে।

তবে, তার আগেই বিজ্ঞানীরা এই মডেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। এই মডেলের কারণে এই দুইটি বলকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। গড়ে ওঠে দুনিয়াকে বোঝার জন্য একটি নতুন মডেলস্টান্ডার্ড মডেল বা আদর্শ মডেল। এই কাজের জন্য ওই লেখক ১৯৭৯ সালে পাকিস্তানী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালাম ও শেলডন গ্ল্যাশোর সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের লেখক চারটি বলকে একত্রিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। দুনিয়াকে বোঝার মানুষের দুর্দমনীয় আকাঙ্খাকে এগিয়ে নেওয়ার এই বিজ্ঞানীর নাম স্টিভেন ওয়াইনবার্গ। গত ২৩ জুলাই ৮৮ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন।

জন্ম ও গবেষণা- ওয়াইনবার্গের জন্ম ১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে। তার পিতামাতা ইহুদি ইমিগ্রান্ট। পিতা ফ্রেডেরিক ওয়াইনবার্গ ছিলেন কোর্টে স্টেনোগ্রাফর। মা ইভা গৃহবধু। ১৬ বছর বয়সে এক তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটি রসায়নের কিট উপহার পান কিশোর ওয়াইনবার্গ। এটিই তাকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৫০ সালে নিউইয়র্কের ব্রোনস্ক হাইস্কুল অব সায়েন্স থেকে তার প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষ হয়। স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন শেলডন গ্ল্যাশো। তাঁরা দুজন ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৪ সালে কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করেন। সেই বছরেই লুইসকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি চলে যান কোপেনহেগেনে নীলস বোর ইনস্টিটিউটে। এক বছর পর সেখান থেকে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে এসে নিজের পিএইচডি গবেষণা শুরু করেন। স্যাম ট্রেইম্যানের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, দ্য রোল অব স্ট্রং ইন্ট্যারকশনস ইন ডিকে প্রসেস। ১৯৫৭ সালে তিনি পিএইডি সম্পন্ন করেন। পিএইচডি সম্পন্ন করার পর দুই বছর তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন। তারপর ১৯৫৯ সালে তিনি বার্কলের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে যান গবেষক হিসেবে।

১৯৬০ সালে পোস্ট ডক্টরাল শেষে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এ সময়কালে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল কোয়ান্টাম ফিল্ড থিউরি, সিমেট্রি ব্রেকিং, পিওনের বিচ্ছুরণ, অবলোহিত ফোটন ও কোয়ান্টাম মহাকর্ষ। এ সময় তিনি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিউরি নিয়ে কাজ করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে এবং পরের এক বছর এমআইটিতে কাজ করেন। এমআইটিতে কাজ করার সময় তাঁর "আ মডেল ফর লেপটন'' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই নিবন্ধটি এখনও হাই-এনার্জি ফিজিকসের মোস্ট সাইটেট পেপার হিসেবে বিবেচিত। ১০৭৩ সালে তিনি হার্বার্ডে হিউজিন প্রফেসর হন এবং ১৯৮৩ সালে চলে যান ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসে ফিজিকস ও অ্যাস্ট্রোনমির অধ্যাপক হিসেবে। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন তিনি।

আম জনতার জন্য বিজ্ঞান—শুধু গবেষণা নয়। ওয়াইনবার্গ বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুই হাতে লিখেছেনও। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তার প্রথম পপুলার সায়েন্সের বই 'দ্য ফার্স থ্রি মিনিটস: আ মডার্ন ভিউ অব দ্য অরিজিন অব দ্য ইউনিভার্স'। এ বইয়ে তিনি খুব সাধারণভাবে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর পরবর্তী তিন মিনিট সময়কালর কী কী হয়েছে সেটি বর্ণনা করেন।

১৯৯২ সালে তার বই ড্রিম অব আ ফাইনাল থিওরি প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি উপলব্ধি করেন মানবজাতি হয়তো সকল বলকে একত্রিত করে একটি ফাইনাল থিওরির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কোয়ান্টাম বিদ্যা ও আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে যে গ্যাপ সেটা পূরণের চেষ্টা বিজ্ঞানীদের চূড়ান্ত সত্যের কাছে নিয়ে গেছে বলেই তিনি মনে করতেন। কিন্তু ১৯৯৭ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের এই অবস্থান থেকে সরে আসেন। কারণ কোয়ান্টাম বিদ্যা ও আপেক্ষিকতাকে একীভূত করাটা মোটেই সহজ নয়।

তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়েছেন অত্যন্ত গভীরভাবে। সেটি নিয়ে কাজও করেছেন। "মানুষ হয়তো পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মকানুনগুলো পুরোপুরি আত্মস্থ করার মতো বুদ্ধিমান ও চৌকস কখনও হতে পারবে না।'' ২০১৫ সালে নিউটনের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে লেখা টু এক্সপ্লেইন দ্য ওয়ার্ল বই-এ এ কথা লিখেছেন তিনি।

নবীন বিজ্ঞানীদের জন্য চার পরামর্শ— **ক.** সব কিছু জানার দরকার নেই ওয়াইনবার্গের যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন হয়, তখন পদার্থবিজ্ঞান তার কাছে এক বিশাল সমুদ্র মনে হয়েছে। ২০০৩ সালে নেচার সাময়িকীতে একটি প্রবন্ধে এ কথা উল্লেখ করেন ওয়াইনবার্গ। তিনি স্মরণ করেন, এরকম একটি মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভেবেছেন কীভাবে তাঁর গবেষণা করবেন। কারণ এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তার সব তো তিনি জানেন না।

বেশিরভাগ সময় শিক্ষার্থীরা কোনো কোনো বিষয়ের গভীরতা ও বিশালতা নিয়ে এতোই অভিভূত হয়ে পড়ে যে শুরু করার জন্য কোন রাস্তা বের করতে পারে না। "তোমার সব কিছু জানার দরকার নেই, কারণ পিএইডডির সময় আমিও তেমন কিছু জানতাম না,'' বলেছেন ওয়াইনবার্গ।

খ. উত্তাল সমুদ্রই ভাল ওয়াইনবার্গ তখন অধ্যাপক। একদিন তাঁর এক শিক্ষার্থী এসে বলে, সে বিষয় পরিবর্তন করতে চায়। কণা পদার্থবিজ্ঞানের বদলে সে ওয়াইনবার্গের সঙ্গে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী।

শিক্ষক হিসেবে ওয়াইনবার্গ একটু মনোবেদনা নিয়ে কারণ জানতে চান। শিক্ষার্থীটি তাকে জানায়কণা পদার্থবিজ্ঞানের অবিন্যস্ত ঝড়ঝাপটার তুলনায় সাধারণ আপেক্ষিকতার নীতিগুলো সুসংহত ও অনেক গোছানো। এটা শুনে ওয়াইনবার্গের সরস জবাব, তাহলে তো কণা পদার্থবিজ্ঞানেই কাজ করা বেশি দরকার। কারণ সেখানে এখনো অনেক সৃজনশীল কাজের সুযোগ আছে।

কাজেই ওয়াইনবার্গের পছন্দ হলো সাঁতার জানলে উত্তাল সাগর বেছে নেওয়াটাই ভাল। কারণ তাতে অনিশ্চয়তা থাকলেও নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

গ. সময় নষ্ট করার জন্য অনুতপ্ত হয়ো না ওয়াইনবার্গের এই পরামর্শটি খুবই সুন্দর "ব্যর্থতার জন্য নিজেকে ক্ষমা করে দাও। ভুল সমস্যার পেছনে সময় নষ্ট করার জন্য নিজেকে ক্ষমা করো। মনে রেখো, যা যা খারাপ হওয়ার কথা, তা খারাপ হবেই। কিন্তু সব কিছুর শেষে রূপালি আলোর রেখা দেখা যাবে।"

এ বিষয়ে ওয়াইনবার্গ একটি উদাহরণ দেন। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতেও বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন ইথারের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য। তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তাদের এই কাজই ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনকে কাজ করার জন্য সঠিক সমস্যা খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। ওয়াইনবার্গ যোগ করেছেন, "বেশিরভাগ সময় জানবেই না, তুমি ঠিক নাকি ভুল পথে আছো। কিন্তু তুমি যদি সৃজনশীল হও, তাহলে দিন তুমি বিজয়ীর হাসি হাসবে।"

ঘ. বিজ্ঞানের ইতিহাস

নিজের গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞানের ইতিহাসও নিবিড়ভাবে জানার জন্য নবীন বিজ্ঞানীদের প্রতি ওয়াইনবার্গের আহবান ছিল। কারণ অনেক সময় নিজের কাজ বিজ্ঞানে কী কাজে লাগবে, তা সঠিকভাবে ও অল্পসময়ের মধ্যে বোঝা যায় না। কিন্তু ইতিহাস জানা থাকলে বোঝা যাবে, ''এই কাজের মাধ্যমে কীভাবে তুমি ইতিহাসের অংশ হচ্ছ। এটি তোমাকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।'' দুনিয়ার সত্যাসত্য আর সেটির নিয়মকানুন জানার জন্য মানুষের চিরন্তন প্রয়াস যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন লোকে স্টিভেন ওয়াইনবার্গকে স্মরণ করবে তার সময়ের একজন দুর্দান্ত বিজ্ঞানী হিসেবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি ছাড়লেন কে. অন্নামালাই, নতুন রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত ঘিরে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (আইএএনএস) : তামিলনাড়ু বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কে. অন্নামালাই বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। শুক্রবার বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সদর দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিং এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, তামিলনাড়ু বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কে. অন্নামালাইয়ের জমা দেওয়া পদত্যাগপত্র দলের জাতীয় সভাপতি গ্রহণ করেছেন।

এদিকে, অন্নামালাইয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, তিনি শীঘ্রই একটি জনআন্দোলন শুরু করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলে রূপ নিতে পারে। এই আবহে বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে অন্নামালাই জানান, শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে নিজের ভাবনা তুলে ধরবেন এবং খোলামেলা আলোচনা করবেন।

এই ঘোষণার পর থেকেই জোরালো হয়েছে জল্পনা যে, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার অন্নামালাই বিজেপি ছাড়ার পর তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশ করতে চলেছেন।

উল্লেখ্য, কর্ণাটক ক্যাডারের প্রাক্তন আইপিএস অফিসার অন্নামালাই ২০১৯ সালে চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০২০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন এবং রাজ্যে দলের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন।

ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, অন্নামালাই বর্তমানে তামিলনাড়ুর তরুণ নেতৃত্বকে চিহ্নিত, প্রশিক্ষিত ও গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি জনমুখী আন্দোলনের পরিকল্পনা করছেন। তাঁর পরিচালিত অলাভজনক সংস্থা”-কে কেন্দ্র করেই এই উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, তামিলনাড়ুতে বিজেপির কৌশল নিয়ে দলের অভ্যন্তরে মতপার্থক্যই এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। সূত্রের খবর, বিজেপি পুনরায় এআইএডিএমকের সঙ্গে জোটে ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অন্নামালাইকে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরানোর পর থেকেই অসন্তোষ বাড়তে থাকে। অন্নামালাই নাকি তামিলনাড়ুতে বিজেপির স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পথের পক্ষেই ছিলেন।

এছাড়াও, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। দলের জাতীয় স্তরে দায়িত্ব পাওয়ার আশা থাকলেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তিনি হতাশ ছিলেন বলেও সূত্রের দাবি। এমনকি বিজেপির প্রস্তাবিত রাজ্যসভা আসনের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে জানা গেছে।অন্নামালাইয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে লেক রোটারি ক্লাবের প্লাস্টিক বর্জন সচেতনতা অভিযান

আগরতলা, ৫ জুন।। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলার লেক চৌমুহনী বাজারে এক ব্যাপক পরিবেশ সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা এবং রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অফ আগরতলা। ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (Tripura State Pollution Control Board) সক্রিয় সহযোগিতায় এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single-use plastic) বর্জন এবং প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এই অভিযান চলাকালীন ক্লাবের সদস্যরা বাজারের সমস্ত সবজি, মাছ ও মাংস বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের সাধারণ প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ জানান। প্লাস্টিক ব্যবহারের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে সবার মাঝে তথ্যমূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয়।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রোটারিয়ান কিশলয় ঘোষ জানান, সমাজ ও পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য রোটারি ক্লাব সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবেশকে বাঁচাতে এবং একটি প্লাস্টিক-মুক্ত সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগামী দিনেও তারা এই ধরণের জনকল্যাণমূলক কাজে সর্বদা এগিয়ে থাকবেন।

এনআরআই ও ওসিআইদের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের সীমা বাড়াল আরবিআই, বিদেশি মূলধন আকর্ষণে একাধিক পদক্ষেপ

মুম্বই, ৫ জুন (আইএএনএস) : বিদেশি মূলধন আকর্ষণ এবং আর্থিক বাজারকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ঘোষণা করল আরবিআই। শুক্রবার মুদ্রানীতি কমিটির (এমপিসি) বৈঠকের পর আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান, অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) এবং ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া (ওসিআই)-দের জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্টে সেবির নিবন্ধন ছাড়াই বিনিয়োগের সীমা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

তিনি জানান, একই সুবিধা এবার সমস্ত বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বা পার্সনস রেসিডেন্ট আউটসাইড ইন্ডিয়া-দের জন্যও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ফলে এনআরআই ও ওসিআইদের সমপর্যায়ে বিদেশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরাও এই সুবিধা পাবেন।

আরবিআই গভর্নর আরও জানান, পাবলিক সেক্টর সংস্থাগুলিকে (পিএসইউ) বিদেশি মুদ্রায় ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করতে ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্প খরচে ফরেক্স সোয়াপ সুবিধা দেওয়া হবে।

এছাড়া, নতুন ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদি এফসিএনআর (বি) আমানত সংগ্রহে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলিকে সম্পূর্ণ হেজিং খরচ বহনের জন্যও একই সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকারি সিকিউরিটিজে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে 'ফুলি অ্যাক্সেসিবল রুট' -এর আওতায় ১৫, ৩০ এবং ৪০ বছর মেয়াদি নতুন সব সরকারি বন্ডকে 'স্পেসিফায়েড সিকিউরিটিজ'-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান তিনি।

একইসঙ্গে সাধারণ রুটে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, বিনিয়োগের ঘনত্ব এবং পৃথক সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাও তুলে নেওয়া হচ্ছে।

আরবিআইয়ের মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত কর-সুবিধার সঙ্গে এই পদক্ষেপগুলি সরকারি ঋণপত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়ক হবে।

রপ্তানি খাতকে উৎসাহ দিতে রপ্তানি আয় দেশে ফেরানোর সময়সীমা পুনরায় ৯ মাস করার প্রস্তাবও ঘোষণা করেছেন গভর্নর। সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, "এই পদক্ষেপগুলি দেশের ব্যালান্স অব পেমেন্টসকে আরও শক্তিশালী করবে। একইসঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বিদেশি মূলধন প্রবাহকে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবর্তন ভবিষ্যতেও করা হবে।"

বিনিময় হার নীতি প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন যে, ভারত কোনও নির্দিষ্ট বিনিময় হার বা সীমা লক্ষ্য করে না। বাজারের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতেই টাকার মূল্য নির্ধারিত হয়। তবে অস্বাভাবিক অস্থিরতা বা জল্পনামূলক চাপের কারণে বাজারে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলে আরবিআই প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করবে বলেও তিনি জানান।

বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো, সরকারি ঋণপত্রের বাজারকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আরবিআইয়ের এই ঘোষণাগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নিয়ে মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের কাছে নতুন অভিযোগ

কলকাতা, ৫ জুন (আইএএনএস) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কে বিতর্কিত ও উসকানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে নতুন অভিযোগ দায়ের করেছে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

উল্লেখ্য, এর আগের দিনই দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় আইনজীবীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

শুক্রবার কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে দায়ের করা নতুন অভিযোগে সংগঠনটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি সংবাদমাধ্যমকে জানান, গত ২ জুন কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অনুষ্ঠিত এক বিক্ষোভ সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে।

তার দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই মন্তব্য দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তিকেও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তাঁর বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এমনকি তাঁর মন্তব্যে রাষ্ট্রবিরোধী উপাদানও ছিল। তাই দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে আমরা কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেছি।"

২ জুনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, অন্য দেশে সংঘটিত কোনও হত্যাকাণ্ডের পেছনেও কারা জড়িত, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার বিষয়কে কেন্দ্র করে সেখানে প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে। মমতার বক্তব্য অনুযায়ী, "বাংলাদেশ থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় সেখানে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছিল। আমি অন্য দেশের বিষয়ে বলতে চাই না, কিন্তু এ ধরনের লোকেরা মেঘালয় হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। এরপর এসটিএফ তাদের গ্রেফতার করে। এই কথাই স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন।"

অভিযোগকারীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে যদি এ ধরনের কোনও তথ্য তাঁর কাছে থেকে থাকে, তাহলে তা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে উত্থাপন করা উচিত ছিল। এখন প্রকাশ্যে এমন মন্তব্য করে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেন এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারেন।

সংগঠনের মতে, এই ধরনের বক্তব্য ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অযাচিত উত্তেজনা সৃষ্টি করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে।

সিএমআরএল মামলায় ইডি তদন্তে ছাড়পত্র দিল কেরল হাইকোর্ট, কোচিতে ইডি প্রধানের বৈঠক ঘিরে জল্পনা

কোচি, ৫ জুন (আইএএনএস) : কেরল হাইকোর্ট সিএমআরএল (কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড) সংক্রান্ত মামলায় ইডি-র তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করে দিল। তদন্ত বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত, ফলে সংস্থাটির বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত তদন্তে নতুন গতি এল।

শুক্রবার বিচারপতি রাজা বিজয়রাঘবন ভি. এবং কে.ভি. জয়কুমার-এর ডিভিশন বেঞ্চ সিএমআরএলের করা আপিল খারিজ করে দেয়। এর আগে একক বেঞ্চও ইডির তদন্ত স্থগিত করার আবেদন নাকচ করেছিল।

আদালত সিএমআরএলের সেই যুক্তিও খারিজ করে দেয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ইডি তদন্ত শুরু করার আগে 'প্রেডিকেট' বা নির্ধারিত অপরাধের মামলা নথিভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অপরাধের মামলা প্রয়োজন হলেও, সম্পত্তি সংযুক্তিকরণ বা অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে অনুসন্ধানমূলক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা পূর্বশর্ত নয়।

একই সঙ্গে আদালত ইডির এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ইসিআইআর) বাতিলের আবেদনও খারিজ করে দেয়। আদালতের মতে, ইসিআইআর কোনও আইনসিদ্ধ বাধ্যতামূলক নথি নয় এবং এমন নথি না থাকলেও ইডি দেওয়ানি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

এই রায়কে ইডির জন্য বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। আর্থিক অনিয়ম, ঘুষ লেনদেন এবং অর্থপাচারের অভিযোগে সিএমআরএল দীর্ঘদিন ধরেই তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছে।

মামলাটি রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই এসএফআইও-র তদন্তাধীন রয়েছে। কোম্পানির বিরুদ্ধে কোম্পানি আইন লঙ্ঘনের অভিযোগও রয়েছে, যা পিএমএলএ-র অধীনে নির্ধারিত অপরাধের তালিকাভুক্ত।এর আগে একক বেঞ্চের নির্দেশের পর ইডি পিনারাই বিজয়ন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাসভবনেও তল্লাশি চালিয়েছিল, যা মামলাটিকে আরও রাজনৈতিক গুরুত্ব এনে দেয়।এদিকে, ইডির ডিরেক্টর রাহুল নবীন-এর কোচি সফর ঘটনাটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। প্রায় পাঁচ বছর পর কোনও ইডি প্রধানের এটি কেরল সফর। জানা গেছে, তিনি শীঘ্রই ঊর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেবেন।হাইকোর্টের রায়ের পর তদন্তের পরবর্তী ধাপ নিয়ে ইডি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের। আগামী কয়েকদিন এই মামলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদেশি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ টানতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ কেন্দ্রের, শেয়ার ও সরকারি বন্ডে বিনিয়োগের নিয়ম শিথিল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (আইএএনএস): ভারতের শেয়ারবাজার এবং সরকারি সিকিউরিটিজে স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি মূলধন প্রবাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করতে এই সংস্কারগুলি আনা হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছিলেন যে, বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিরা (পার্সনস রেসিডেন্ট আউটসাইড ইন্ডিয়া বা পিআরওআই) পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে ভারতের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এতদিন এই সুবিধা শুধুমাত্র অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) এবং ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া (ওসিআই)-দের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ভারতীয় সংস্থায় একজন পিআরওআই-এর বিনিয়োগসীমা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হবে। একইসঙ্গে সব পিআরওআই বিনিয়োগকারীর সম্মিলিত বিনিয়োগসীমা বর্তমান ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৪ শতাংশ করা হচ্ছে।

এই পরিবর্তন কার্যকর করতে অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক বিভাগ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা (অ-ঋণ উপকরণ) বিধির তৃতীয় সংশোধনী, ২০২৬ জারি করতে চলেছে।

অর্থ মন্ত্রকের মতে, এই পদক্ষেপের ফলে বিদ্যমান এনআরআই ও ওসিআই বিনিয়োগকারীদের জন্য চালু থাকা নিবন্ধন ও অনুমোদন ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি বিদেশি পোর্টফোলিও মূলধন আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি কমপ্লায়েন্সের জটিলতা কমবে এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজতাও বাড়বে।

সরকারি সিকিউরিটিজে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থা বা 'ফুলি অ্যাক্সেসিবল রুট'-এর আওতায় এখন ১৫ বছর, ৩০ বছর ও ৪০ বছরের মেয়াদি নতুন সরকারি বন্ড এবং গ্রিন বন্ড অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এছাড়া সাধারণ রুটে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগসীমা, একক বিনিয়োগকারীর ঘনত্বসীমা এবং নির্দিষ্ট সিকিউরিটিজভিত্তিক সীমাবদ্ধতা তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি সিকিউরিটিজের মোট বকেয়া স্টকের ৬ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারি সিকিউরিটিজের ২ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগের সামগ্রিক সীমা বহাল থাকবে।

অর্থ মন্ত্রকের মতে, এই পদক্ষেপগুলির ফলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী যেমন পেনশন তহবিল, বিমা সংস্থা এবং সার্বভৌম সম্পদ তহবিলগুলির কাছ থেকে আরও স্থিতিশীল বিদেশি মূলধন আসবে। একইসঙ্গে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহও বৃদ্ধি পাবে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে, সরকারি সিকিউরিটিজে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের সুদ ও মূলধনী মুনাফার উপর আয়কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে। এই সুবিধা ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

কেন্দ্রের দাবি, এই সংস্কারগুলির ফলে বাজারে প্রবেশের জটিলতা কমবে, বিনিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আধুনিক বিনিয়োগ পরিবেশ গড়ে উঠবে।

রাজস্ব ঘাটতি অনুদান না মেলায় কেরলের কোষাগারে ২০,৫০০ কোটি টাকার ঘাটতির আশঙ্কা, এলডিএফের বাজেট অনুমান নিয়ে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

কোচি, ৫ জুন (আইএএনএস) : কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রাজস্ব ঘাটতি অনুদান না পাওয়ায় চলতি অর্থবর্ষে কেরলের আর্থিক অবস্থায় প্রায় ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঘাটতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সাথীশন। একই সঙ্গে তিনি পূর্ববর্তী এলডিএফ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটের আর্থিক অনুমান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে সাথীশন বলেন, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য এলডিএফ সরকারের পেশ করা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ভুল আর্থিক অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই বাজেটে কেন্দ্রের কাছ থেকে ১৪ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি অনুদান পাওয়ার হিসাব ধরা হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ অর্থ কমিশন কেরলকে এই খাতে কোনও অনুদান দেয়নি। ফলে রাজ্যের বাজেট অনুমান এবং প্রকৃত অর্থপ্রাপ্তির মধ্যে বড় ধরনের ফারাক তৈরি হয়েছে।

সাথীশন বলেন, 'এলডিএফ সরকারের ২০২৬-২৭ সালের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। সেখানে ১৪ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি অনুদান পাওয়ার আশা করা হয়েছিল, অথচ অর্থ কমিশন এমন কোনও অনুদান মঞ্জুর করেনি। এর ফলে চলতি বছরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দে প্রায় ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ঘাটতির মুখে পড়তে পারে কেরল।'

তিনি সতর্ক করে বলেন, এই পরিস্থিতি রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এবং সরকারি ব্যয় নির্বাহেও প্রভাব ফেলতে পারে।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি শ্বেতপত্র পেশ করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাথীশন বলেন, এটি কোনও তদন্তমূলক প্রতিবেদন নয়, বরং রাজ্যের প্রকৃত আর্থিক অবস্থার চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা।

তাঁর কথায়, 'রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানা উচিত। রাজ্যের আয় কত, ব্যয় কত এবং ভবিষ্যতের পথ কী, তা সবাইকে জানতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের আগে এই তথ্য জনগণের সামনে আনা জরুরি ছিল। শ্বেতপত্রে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন এবং রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে আর্থিক সংকট আড়াল করা সম্ভব নয়।

শ্বেত পত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত নতুন সরকার মোট ৪৮ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকার বকেয়া আর্থিক দায়ভার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

এর মধ্যে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বকেয়া বাবদ ২১ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বকেয়া ১৪ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকা এবং বিল ডিসকাউন্টিং ব্যবস্থার আওতায় ব্যাঙ্ক ও ঠিকাদারদের পাওনা ৩ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা রয়েছে।

এছাড়াও স্বাস্থ্য প্রকল্পের দাবি, সাপ্লাইকোর বকেয়া, কেএমএসসিএল - এর অর্থপ্রদান, শিক্ষাবৃত্তি এবং স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির কিস্তিসহ একাধিক খাতে বিপুল পরিমাণ বকেয়া দায় রয়েছে বলে শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেরলের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

মালব্য নগর হোটেল অগ্নিকাণ্ড: অভিযুক্ত লাভকেশ বাজাজের বিরুদ্ধে ভুয়ো পাসপোর্ট মামলার তথ্য সামনে এল

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (আইএএনএস): দিল্লির মালব্য নগরের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত লাভকেশ বাজাজের অতীত অপরাধমূলক রেকর্ড সামনে এসেছে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও একটি ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য জাল ভারতীয় নথি ও পাসপোর্ট তৈরির অভিযোগে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলার তদন্তে লাভকেশ বাজাজের নাম উঠে আসে এবং পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, ওই মামলায় গ্রেফতারের পর তিনি প্রায় ১৫ দিন তিহার জেল-এ বন্দি ছিলেন। পরে জামিনে মুক্তি পান। ভুয়ো পাসপোর্ট সংক্রান্ত মামলাটি এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এদিকে মালব্য নগরের হোটেল অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে পুলিশ হোটেলের হিসাবরক্ষক জয় মিশ্র এবং ম্যানেজার রাকেশের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। জয় মিশ্র দিল্লির ছাতারপুর এলাকার বাসিন্দা এবং ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক বলে জানা গেছে।

পুলিশ হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছে। তদন্তকারীরা হোটেলের নথিপত্র, কর্মীদের বিবরণ এবং পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছেন।

অন্যদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রাজধানীতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রোধ এবং বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, মালব্য নগর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হলে ভবনের মালিক, সরকারি কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তিকেই ছাড় দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা, কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং জবাবদিহিমূলক কাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

উল্লেখ্য, হোটেলের মালিক লাভকেশ বাজাজকে গ্রেফতারের জন্য দিল্লি পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। গ্রেফতারের পর তাকে আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে অভিযুক্তের আইনজীবীর দাবি, তারা এখনও মামলার এফআইআরের অনুলিপি পাননি। এর জবাবে পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ করা হবে।

পুলিশ আদালতে জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত হোটেলের মাত্র দু'জন কর্মীর তথ্য পাওয়া গেছে। বাকি কর্মচারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং ঘটনার পূর্ণ চিত্র উদঘাটনে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।

দিল্লি পুলিশের মতে, অগ্নিকাণ্ড এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ফরেনসিক তদন্ত এখনও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার কারণ ও দায় নির্ধারণে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে রেল মন্ত্রকে ১১৯১ এপ্রেন্টিস, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলেও এধরনের এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। অন্য রেলওয়ে অথবা মন্ত্রকের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন বা ট্রেডের জন্য অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারেন ১১ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১১ জুন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে সহস্রাধিক বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-০৫-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - পী/ বিলাশপুর/ এডমিট/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ২০২৬-২৭, ই-১৭৬৫০৮, তারিখ ১২ মে, ২০২৬। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — বিলাশপুর ডিভিশনে ক্রমিক নং (১) ঃ কার্পেন্টার, শূন্যপদ ৩৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১০টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, শূন্যপদ ৩৫০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪২টি। এসসি ৫৩টি, এসটি ২৬টি, ওবিসি ৯৪টি, ইডব্লিওএস ৩৫টি পদ সংরক্ষিত। ১৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩৫টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩) ঃ ড্রাফ্টসম্যান, শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি। এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস ১টি পদ সংরক্ষিত। ১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান, শূন্যপদ ২০৬টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৩টি। এসসি ৩১টি, এসটি ১৫টি, ওবিসি ৫৬টি, ইডব্লিওএস ২১টি পদ সংরক্ষিত। ৮টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২১টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এসসি ১টি, ওবিসি ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৬) ঃ ফিটার, শূন্যপদ ২২৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯০টি। এসসি ৩৪টি, এসটি ১৭টি, ওবিসি ৬০টি, ইডব্লিওএস ২২টি পদ সংরক্ষিত। ৯টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ২২টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৭) ঃ মেশিনিস্ট (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ৪টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি। এসসি ১টি, ওবিসি ১টি পদ সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৮) ঃ পেইন্টার, শূন্যপদ ৪১টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৭টি। এসসি ৬টি, এসটি ৩টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস ৪টি পদ সংরক্ষিত। ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৯) ঃ প্লাম্বার, শূন্যপদ ৩০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১২টি। এসসি ৫টি, এসটি ২টি, ওবিসি ৮টি, ইডব্লিওএস ৩টি পদ সংরক্ষিত। ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৩টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে স্টেনোগ্রাফার, মেকানিক ডিজেল, টার্ণার, ওয়েল্ডার, অয়ারম্যান, ডিজেল মেকানিক, ব্ল্যাকস্মিথ, ইত্যাদি পদের বিস্তারিত যেমন, শূন্যপদের বিভাজন, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রেল দপ্তরে ১১,১২৭ লোকো পাইলট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রেল মন্ত্রকে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়মিতই চলছে। ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ১১,১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে ১১,১২৭ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৬-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১১,১২৭টি'র মধ্যে জোনাল রেলওয়ে বিভাজন এই রকমঃ ক্রমিক নং (১) - ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ১৪৭টি, ক্রমিক নং (২) - নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৬০০টি, ক্রমিক নং (৩) - ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ১১৮টি, ক্রমিক নং (৪) - নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৪৫৭টি, ক্রমিক নং (৫) - নর্দাণ রেলওয়ে ১৫৩টি, ক্রমিক নং (৬) - সাউথ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ২০০টি, ক্রমিক নং (৭) - ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৪২৩টি, ক্রমিক নং (৮) - ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৩০টি, ক্রমিক নং (৯) - ইস্ট কোস্টাল রেলওয়ে ৮০১টি, ক্রমিক নং (১০) - সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৩২২টি, ক্রমিক নং (১১) - সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ২০০টি, এভাবে সব কটি জোনাল রেলওয়ের শূন্যপদের সংখ্যা ও৬ বিস্তারিত বিভাজন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। পদগুলোতে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকবে। অসংরক্ষিত পদও থাকবে প্রচুর। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ জুনের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ২০২৬/ই(এমপিপি)/ ২৬/ এএলপি, সেন্ট্রালাইজড নং ০১/২০২৬ (এএলপি), তারিখ - ১১ মে, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৭১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮২টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিকিউরিটি স্ক্রীনার (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর।

* পদের নাম ঃ **অপারেটর, টেকনেশিয়ান, ফোরম্যান (নালকো)**
শূন্যপদ ঃ ২৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ২০টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,১৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কোল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান, গ্রেড-টু (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন,
লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র গ্রেড ট্র্যান্সলেটর (ত্রিপুরা হাই কোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে মাস্টার্স পাশ, আইন বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে বা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১১,১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুন,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফরেস্ট গার্ড (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফরেস্টার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ১,৬০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ৪৫১ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার মাধ্যমে ডিফেন্স সার্ভিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলা। মোট কথা, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর এক্সিকিউটিভ ব্রাঞ্চে চাকরির জন্য গ্র্যাজুয়েট পাশ ৪৫১ জন তরুণ-তরুণী নেওয়া হবে। শূন্যপদের সংখ্যা আর্মি বা সেনাবাহিনীতে ১০০, নৌবাহিনীতে ২৬, বিমানবাহিনীতে ৩২, অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে পুরুষ - ২৭৫ এবং মহিলা - ১৮। প্রার্থিবাছাইয়ের জন্য একটি লিখিত পরীক্ষা (কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস এগজামিনেশন (টু), ২০২৬) নেবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৯ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৯ জুন, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দরখাস্ত করার আগে নিজের একটি স্থায়ী ইমেল আইডি তৈরি রাখবেন, নামের বানান ও অন্যান্য তথ্যের দিক থেকে পূরণ নিখুঁত করার জন্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রও হাতে কাছে নিয়ে বসবেন। দরখাস্তের নির্ধারিত ফি দিতে পারবেন চালান ডাউনলোড করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনও অ্যাসেশিয়েট ব্যাঙ্কের শাখায় নগদে। অনলাইনেও স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা দিতে পারেন, অথবা ভিসা/ মাস্টার ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে দেওয়া যায়। বিস্তারিত নির্দেশ সাইটে পাবেন। তফশিলি প্রার্থী বা মহিলাদের পরীক্ষা ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যত্ন করে টুকে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জমা পড়েছে বলে সমর্থিত হবে তবেই দরখাস্ত পাকাপাকিভাবে গ্রাহ্য হবে। তখন রেজিস্টার্ড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে রাখবেন। যাঁদের দরখাস্তের কনফার্মের দেখা যাবে না তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে দরখাস্তের শেষ তারিখের ২ সপ্তাহের মধ্যে এবং তাঁদের ইমেলে ব্যাক্তিগত ভাবেও জানিয়ে বলা হবে টাকা জমার প্রমাণ ১০ দিনের মধ্যে দাখিল করতে। দরখাস্তের সঙ্গে কোনও প্রমাণপত্রাদি দাখিল করতে হবে না সাক্ষাৎকারের সময় ওসব লাগবে। এই পরীক্ষার সিলেবাস ও আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং ইউ পি এস সি ১১/২০২৬. সিডিএস - টু, প্রকাশের তারিখ ২১-০৫-২০২৬। দরখাস্ত করতে কোনওরকম সমস্যা হলে কাজের দিনগুলিতে বেলা ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে ফোন করতে পারেন ইউপিএসসির টোল ফ্রি নম্বরে।

শূন্যপদগুলি হলো ঃ— ক্রমিক নং (১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি ঃ শূন্যপদ ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি ঃ শূন্যপদ ২৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) এয়ার ফোর্স ঃ শূন্যপদ ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএসসি পাশ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৪) অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি (পুরুষ) ঃ শূন্যপদ ২৭৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ক্রমিক নং (৫) অফিসার্স ট্রেণিং একাডেমি (মহিলা) ঃ শূন্যপদ ১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৭ তারিখের হিসেবে ১৯ থেকে ২৪ বছর। ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি বা আইএমএ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাভাল একাডেমি বা আইএনএ-র ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ১-৭-২০০৩ থেকে ১-৭-২০০৮ এর মধ্যে। এয়ারফোর্স একাডেমি বা এএফএ-র ক্ষেত্রে জন্মতারিখ হতে হবে ১-৭-২০০৩ থেকে ১-৭-২০০৭ এর মধ্যে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড লেভেল-১০ অনুযায়ী ৫৬,১০০ - ২,২৫,০০০ টাকা, সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। আরও বিস্তারিত অর্থাৎ র‌্যাঙ্ক অনুযায়ী বেতনক্রম দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কললেটারের মধ্যে পরীক্ষার দিনক্ষণ এবং স্থান সমস্ত কিছুই উল্লেখ করা থাকবে। তবে পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন, তবে এর জন্য আগে থেকে দরখাস্ত পূরণ করার সময় পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রের কথা জানাতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।

* এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮২টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **সিকিউরিটি স্ক্রীনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কম্বাইন্ড **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, লিখিত পরীক্ষার তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র - আগরতলাসহ সারা দেশে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুন, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর।

* কর্পোরেট সেক্টর নালকো-তে **অপারেটর, টেকনেশিয়ান, ফোরম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ২০টি কেন্দ্রে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোল ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিবিএ, বিসিএ, বিই, বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় আর.ডি দপ্তরের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান, গ্রেড-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ জুন, লিখিত পরীক্ষার নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা হাই কোর্টে **জুনিয়র গ্রেড ট্র্যান্সলেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে মাস্টার্স পাশ, আইন বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে বা এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১,১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে **ফরেস্ট গার্ড** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে **ফরেস্টার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, শারীরিক নির্দিষ্ট মাপজোক থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৬০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

নয়ডায় বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ১২ তলার ফ্ল্যাটে আগুন; উদ্ধারকাজ জারি

নয়ডা, ৫ জুন (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের নয়ডার সেক্টর-৭৪ এলাকার আইভি কাউন্টি আবাসনের একটি বহুতল ভবনের ১২ তলার একটি ফ্ল্যাটে শুক্রবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একাধিক ইঞ্জিন এবং উদ্ধারকারী দল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আবাসনটি সেক্টর-১১৩ থানার অধীনস্থ এলাকায় অবস্থিত। ঘটনাস্থলের ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া এবং আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসছে। এতে আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জোরকদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কী কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

এদিকে, একই দিনে নয়ডার সেক্টর-৫২ এলাকার গিঝোর অঞ্চলেও আরেকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় অবস্থিত একটি অফিসে আগুন লাগে। ভবনটির উপরের তলাগুলিতে হোস্টেল বা পেয়িং গেস্ট (পিজি) আবাসন রয়েছে বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে সেখানে দ্রুত পৌঁছে যায় দমকল বাহিনী। আগুন যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য উদ্ধার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। এই ঘটনায়ও আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই রাজধানী দিল্লির মালব্য নগরের হাউজ রানী এলাকায় অবস্থিত ফ্লারিশ স্টে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে বিদেশি নাগরিকও ছিলেন। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন। নিহতদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে আসা রোগী বা তাঁদের স্বজন ছিলেন।

ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বেআইনি নির্মাণের বিষয় নিয়ে শুক্রবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করার কথা রয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী-র। একই সঙ্গে দিল্লির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেলের মালিক-কে গ্রেপ্তার করে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা খুন, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার দেহ; তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (আইএএনএস) দিল্লির পূর্বাঞ্চলের বসুন্ধরা এনক্লেভ এলাকার একটি আবাসন থেকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী অধ্যাপিকার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ জুন দুপুর প্রায় ২টা ৩৫ মিনিটে নিউ অশোক নগর থানায় একটি পিসিআর কল আসে। ফোনে এক মহিলা জানান, তাঁর বোনকে খুন করা হয়েছে এবং তাঁর দেহ বসুন্ধরা এনক্লেভের সত্যম অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাটে পড়ে রয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগকারী দেবারতি পাল জানান, তাঁর বোন দেবস্মিতা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিবাজী কলেজ-এর সহকারী অধ্যাপিকা ছিলেন এবং ওই ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করতেন।

পুলিশের কাছে দেবারতি জানান, সকাল থেকে ফ্ল্যাটটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল এবং বহুবার ফোন করেও তাঁর বোনের কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্দেহ হওয়ায় তিনি তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বোনের নিথর দেহ দেখতে পান।

ঘটনার খবর পেয়ে ক্রাইম টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্তারিত তদন্ত চালায়। ফ্ল্যাটের বিভিন্ন অংশের ছবি ও ভিডিও তোলা হয় এবং ফরেনসিক নমুনাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গত চার থেকে পাঁচ বছর ধরে দেবস্মিতা ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য তিনি মূলত অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবার ওপর নির্ভর করতেন। তদন্তকারীরা এখন আবাসন ও আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। ঘটনার আগে গত দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে কারা ওই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ডেলিভারি কর্মী এবং সম্ভাব্য দর্শনার্থীদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত্যুর আগে দেবস্মিতা শেষবার তাঁর মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। পরে তাঁর বোন যোগাযোগের চেষ্টা করলে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর ফ্ল্যাটে গিয়ে তিনি দেহটি উদ্ধার করেন।

ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি এলবিএস হাসপাতাল-এ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১০৩(১) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য একাধিক পুলিশ দল গঠন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

ইন্দোরে ইভি শোরুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ জনেরও বেশি বাসিন্দাকে নিরাপদে উদ্ধার

ইন্দোর, ৫ জুন(আইএএনএস) : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরের লাসুডিয়া এলাকার খালসা চক সংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) শোরুমে শুক্রবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শোরুমের উপরের তলায় বসবাসকারী ছয়টি পরিবারের ২০ জনেরও বেশি সদস্য আটকে পড়লেও পুলিশ, দমকলকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ বহুতল ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ইভি শোরুমে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন থেকে ধোঁয়া উপরের ফ্ল্যাটগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে ঘুমন্ত বাসিন্দারা শ্বাসকষ্ট অনুভব করে জেগে ওঠেন।

নিচতলায় আগুন জ্বলতে থাকায় মূল সিঁড়ি ও বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উপরের তলায় থাকা বাসিন্দারা নিচে নামতে পারেননি। তাদের চিৎকার শুনে পাশের বহুতল ভবনের বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তায় দুটি ভবনের ছাদের মধ্যে মই স্থাপন করা হয় এবং দড়ির সাহায্যে বিকল্প পথ তৈরি করা হয়। আটকে পড়া অনেকেই মই বেয়ে পাশের ভবনের ছাদে পৌঁছান, আবার কয়েকজন দড়ি বেয়ে নিরাপদে নিচে নামেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর একাধিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় দুটি জলের ট্যাঙ্কারের সাহায্যে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

দমকল বিভাগের কর্মকর্তা জানান, "এই ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে এবং সব বাসিন্দাকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।"

প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার আশঙ্কা করা হলেও প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডে শোরুমে রাখা সমস্ত বৈদ্যুতিক দুই-চাকাযুক্ত যান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। তবে আগুন আবাসিক অংশে ছড়িয়ে না পড়ায় ফ্ল্যাটগুলির বাসিন্দাদের গৃহস্থালির সামগ্রী অক্ষত রয়েছে।

প্রশাসনের মতে, স্থানীয় বাসিন্দা ও দমকলকর্মীদের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে শোরুমটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

হরমুজ প্রণালী রক্ষায় ইউরোপের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৫ জুন (আইএএনএস): হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও ইউরোপীয় মিত্র দেশের সামরিক সহায়তার প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ খুব শিগগিরই সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বে ইরান, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন।

হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউরোপীয় দেশগুলোর সহায়তা এখনও চান কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমাদের তাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী আমাদেরই রয়েছে।"

ট্রাম্পের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র মিত্র দেশগুলিকে এই উদ্যোগে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি।

তিনি বলেন, "আমরা ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর কাছে গিয়েছিলাম, অন্য দেশগুলোর কাছেও গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যদি সাহায্য করতে চান তাহলে ভালো হবে। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করেছে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে, এই সিদ্ধান্তের খেসারত ভবিষ্যতে ইউরোপীয় দেশগুলিকেই দিতে হতে পারে, কারণ তারা উপসাগরীয় অঞ্চলের জ্বালানি সরবরাহের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ট্রাম্প বলেন, "এটি তাদের জন্য ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াবে। তাদের এমনটা করা উচিত হয়নি।"

তিনি আরও দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব তেল ও জ্বালানি সম্পদ পর্যাপ্ত রয়েছে। তবে ইউরোপসহ বিশ্বের বহু দেশ উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল।

ইরানের সঙ্গে চলমান আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, "চুক্তির মূল বিষয় হলো, ইরান কোনওভাবেই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারবে না। আর হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে খুলে যাবে।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানান, ওই অঞ্চলে নৌ-নিরাপত্তা জোরদারে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

তাঁর কথায়, "আমরা বড় অংশে মাইন অপসারণের কাজ সম্পন্ন করেছি। বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক মাইনসুইপার আমাদের রয়েছে।"

উল্লেখ্য, হরমুজ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন করিডর। এটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রতিদিন বিশ্বের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited by the undersigned in two bids system i.e. 'Commercial Bid & Technical Bid' separately from the bonafied suppliers/manufacturers/firms for supply of store articles, raw materials for retreading of tyres, MT spare parts, electrical spare parts and job works etc. to use in the Central MT Pool under the establishment of Procurement Unit, Agartala, Tripura during the financial year 2026-27.

Copy of tender notice, terms & conditions along with relevant details etc. may be obtained on payment basis i.e. @Rs.500/-(five hundred) (Cash/DD) from Central MT Pool w.e.f. 06-06-2026 to 10-06-2026 in between 0930 hours to 1800 hours. The closing date of tender is on 25-06-2026 at 1600 hours.

ICA/C-705/26

Supdt. of Police(Procurement)
Tripura :: Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/14/ 2026-27 dated: 03/06/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIT No. ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ Elect/DNIT/01/2026-27	31,13,576.00	62,272.00	90(Ninety) Days
2	DNIT No. ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/ Elect/DNIT/02/2026-27	47,36,954.00	94,739.00	120(One two zero) Days

Last date and time for document downloading and bidding is on 15/06/ 2026 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 15/06/2026, if possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings),
Agartala, West Tripura
Contact: 9436925870

ICA/C-685/26

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of Hand washing soap, weight: - 90 gram & 125 gram for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2026-27.
The SNIQ form with detailed description of item with terms and conditions will be available from the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 15:00 hours, free of cost upto 12/06/26.
The SNIQ would be received at the office of the undersigned upto 16:00 hours 12/06/26 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day if possible, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA/C-694/26

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala.

WALK-IN-INTERVIEW

TRIPURA FISHERIES DEVELOPMENT BOARD
(A Govt. of Tripura Undertaking)
Collegetilla Fishery Office Complex, Agartala, West Tripura

Walk-in-interview for short term engagement of the following 04 posts on purely contract basis for 11 months to place in the State Programme Unit and District Programme Unit under CSS- PMMSY at Department of Fisheries, Tripura will be held on on 15/06/2026 at 11:00 AM in the office of the Tripura Fisheries Development Board (TFDB), Collegetilla, Agartala, West Tripura :

Item No	Name of Position	Number of Post
1	State Programme Manager	1 No.
2	State Data cum MIS Manager	2 No.
3	District Programme Manager	2Nos.

The interested eligible candidates shall report for the WALK-IN-INTERVIEW on 15/06/2026 between 09:00 AM to 10:00 AM at the office of the TFDB, Collegetilla, Agartala, West Tripura with application duly filled as per the prescribed format along with all certificates in original as well as self-attested photocopies and two passport size photographs. The detailed Eligibility, Other Terms and conditions and application form is available and can be downloaded from the Department of Fisheries website https:// fisheries.tripura.gov.in.
N.B.: The above schedule may be changed at any time without showing any reason.
No TA/DA will be paid for attending the interview.

(Hirak Sarkar)
General Maneger
TFDB , Collegetilla, Agartala

ICA/D-291/26

ডিএনএ রিপোর্ট মামলায় নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ, এইমসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (আইএএনএস): ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট সংক্রান্ত একটি মামলায় আদালতের নির্দেশ পালন না করায় দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যক্রম শুরু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ৭ জুলাই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আদালত জানায়, গত ১৬ এপ্রিলের নির্দেশে এইমসের পরিচালকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে এইমসের এক উপ-সচিবের মাধ্যমে হলফনামা জমা দেওয়া হয়, যা আদালত অত্যন্ত গুরুতরভাবে নিয়েছে।সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে জানায়, হলফনামাটি এইমসের উপ-সচিব নিশান্ত কুমার কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে, যা আদালতের স্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী। আদালত বলেছে, পরিচালকের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি অন্য কাউকে অনুমোদন দিয়ে সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।

শুনানির সময় এইমসের আইনজীবী জানান, বর্তমানে দিল্লি এইমসে কোনও স্থায়ী পরিচালক নেই। প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহ আগে পূর্বতন পরিচালক দায়িত্ব ছেড়েছেন এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে এই যুক্তি খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, কোনও ব্যক্তি স্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত যে অবস্থাতেই কোনও পদে থাকুন না কেন, সেই পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তাঁর বাধ্যবাধকতা।বেঞ্চ মন্তব্য করে, এই ব্যাখ্যায় তারা শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমতো হতবাক। আদালত প্রাথমিকভাবে মনে করছে যে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আদালত অবমাননা করেছেন।এরপর আদালত দিল্লি এইমসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নিখিলটান্ডন-কে মামলার পক্ষভুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করে।আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৭ জুলাই দুপুর ১২টায় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজের ব্যাখ্যা জমা দিতে হবে।

মামলার মূল বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট এইমসের ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগের জমা দেওয়া ডিএনএ বিশ্লেষণ রিপোর্টও পর্যালোচনা করেছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ডিএনএ নমুনা বিমল কিশোর এবং প্রতিভা কাশ্যপের ডিএনএ প্রোফাইলের সঙ্গে মিলে গেছে। ফলে বিমল কিশোরই ওই ব্যক্তির জৈবিক পিতা বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।ডিএনএ রিপোর্টে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এ সংক্রান্ত বিচারাধীন আবেদনগুলির আর কোনও নিষ্পত্তির প্রয়োজন নেই। তাই সেগুলি নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়েছে।তবে আদালত অবমাননার নোটিশের জবাব এবং ভারপ্রপ্ত পরিচালকের উপস্থিতির বিষয়টি বিবেচনার জন্য মামলাটি ৭ জুলাই পুনরায় তালিকাভুক্ত থাকবে।সুপ্রিম কোর্ট সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে ডিএনএ রিপোর্টের অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মূল রিপোর্ট আবেদনকারীর আইনজীবীর হাতে তুলে দিয়ে তা সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে, যাতে আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
CITY CENTER, AGARTALA, PHONE: 0381-2325646.2325507
E-mail: amc-tripura@nic.in.amc.tripura@gmail.com

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি
আগরতলা পৌর নিগম (AMC)

এতদ্বারা আগরতলা পৌর নিগম এলাকার সকল নাগরিকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গৃহস্থালির বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের নিরাপদ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত সেপটিক ট্যাংক প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর নিয়মিত পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার না করলে পরিবেশ দূষণ, জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং ভুগর্ভস্থ জলের দূষণসহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই সকল বাড়ির মালিক ও বাসিন্দাদের নির্ধারিত সময়ে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগরতলা পৌর নিগমের মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ও পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে। নাগরিকগণ এই পরিষেবা গ্রহণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর পরিবেশ গড়ে তুলতে সহযোগিতা করুন।

নাগরিকদের প্রতি অনুরোধঃ

প্রতি ৩ বছর অন্তর সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করুন।
অনুমোদিত পরিষেবা ব্যবহার করুন।
পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতন হোন।
প্রতিবেশীদেরও এ বিষয়ে সচেতন করুন।
একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর আগরতলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।
'নিয়মিত সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করুন, সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করুন।'

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার online বুকিং :-
amc services.agartala smart city services.in

মিউনিসিপাল কমিশনার
sd/-
আগরতলা পৌর নিগম
আগরতলা, ত্রিপুরা

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, near Vidya Samiksha Kendra, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sectorundertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD on 04/06/2026.

TENDER

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening ofl Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repair/Renovation of Birchandra library at Usha Bazar During the year 2025-26 PNIeT No: 27/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIET No: 20/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 14,99,036.00	Rs. 29,981.00	30 Days	11/06/2026 Upto 17.30 Hrs	12/06/2026	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Repair of 05 (five) nos Toilets under Killa and Amarpur Block of Gomati Tripura District for the year 2025-26. PNIET No: 28/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27. DNIeT No:21/EE/ENGG.CELL/ DSE/2026-27.	Rs. 12,48,000.00	Rs. 24960.00	90 Days	11/06/2026 Upto 17.30 Hrs	12/06/2026	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2026-27/ 311-13 Dated, Agartala the 04/06/2026

ICA/C-689/26

(Er. Dhirendra Debbarma)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PNIe-T No:- 06/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27
e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of Opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No:10/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	5,99,787.00	11,996.00	Upto 3.00 PM on 10.06.2026	https:// tripura tenders .gov.in	At 3.30 PM on 10.06.2026 if Possible
2	DNIeT No:11/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	4,02,314.00	8,046.00			
3	DNIeT No:12/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	3,92,148.00	7,843.00			
4	DNIeT No:13/EE/DWS/DIVN/SBM/2026-27	3,71,817.00	7,436.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https:/ /eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. R. Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

ICA/C-699/26

"Conserve Water Save Life"

ইবোলা উপসর্গের সন্দেহে হায়দরাবাদে আরও এক সুদানি নাগরিককে আইসোলেশনে রাখা হল

হায়দরাবাদ, ৫ জুন (আইএএনএস): ইবোলা ভাইরাসের সম্ভাব্য উপসর্গ নিয়ে হায়দরাবাদে আরও এক সুদানি নাগরিককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত হন।ওই সুদানি ছাত্র হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে গান্ধি হাসপাতাল-এর আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া তাঁর সংস্পর্শে আসা আরেক ব্যক্তিকেও পর্যবেক্ষণের জন্য একই হাসপাতালে রাখা হয়েছে। ইবোলা উপসর্গের সন্দেহে আইসোলেশনে পাঠানো এটি দ্বিতীয় সুদানি নাগরিকের ঘটনা।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের সময় ওই ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ধরা পড়ে। তিনি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে আসায় তাঁকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রে পাঠানো হয়।গান্ধী হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডের নোডাল অফিসার জানান, ওই ব্যক্তির নমুনা সরকারি অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে বর্তমানে তাঁর মধ্যে ইবোলার সাধারণ উপসর্গ যেমন বমি বা ডায়রিয়ার লক্ষণ দেখা যায়নি।চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর রক্ত, মূত্র এবং সোয়াবের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আগামী দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে।পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এলে তাঁকে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে পর্যবেক্ষণে থাকার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে, রিপোর্ট পজিটিভ এলে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা হবে ইবোলা মোকাবিলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গান্ধী হাসপাতালকে ইতিমধ্যেই নোডাল সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে ১০টি সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষবিশিষ্ট একটি বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি কক্ষের সঙ্গে পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া ১৫টি কোয়ারেন্টাইন বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কঙ্গো, উগান্ডা, দক্ষিণ সুদানসহ বিভিন্ন আফ্রিকান দেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও থার্মাল স্ক্রিনিং চালু রয়েছে।

বিমানবন্দরে নজরদারির জন্য চিকিৎসক, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ফিল্ড স্টাফ এবং প্যারামেডিক কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে।এর আগে তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইবোলা-প্রভাবিত দেশগুলি থেকে ৫৮ জন যাত্রী হায়দরাবাদে এসেছেন। তাঁদের কারও মধ্যে রোগের উপসর্গ দেখা যায়নি। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সকলকে ২১ দিনের হোম আইসোলেশন ও পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা হয়েছে।

অসম মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, ১২ বিধায়কের শপথগ্রহণ; পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন

গুয়াহাটি, ৫ জুন (আইএএনএস): অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। শুক্রবার রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য ১২ জন বিধায়ককে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। এর মধ্য দিয়ে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জয়ের পর নতুন সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন সম্পন্ন হল।গুয়াহাটির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, বিধায়ক ও প্রশাসনের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।শুক্রবার যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তাঁরা হলেন অশ্বিনী রায় সরকার, অশোক সিংহল, বিমল বড়া, বিশ্বজিৎ দৈমারি, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, কৌশিক রাই, কেশব মহন্ত, কৃষ্ণেন্দু পাল, নীলিমা দেবী, পীযূষ হাজরিকা, রণোজ পেগু এবং সুশান্ত বরগোহাঁই।নতুন ১২ জন মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে ১৭-তে দাঁড়িয়েছে। এর আগে অজন্তা নেওগ, রামেশ্বর তেলি, অতুল বড়া এবং চরণ বড়ো মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন।নতুন মন্ত্রিসভায় অভিজ্ঞতা ও নতুন মুখের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। অশোক সিংহল, পীযূষ হাজরিকা, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, রণোজ পেগু, বিমল বড়া এবং অসম গণ পরিষদের নেতা কেশব মহন্তের মতো অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁদের মন্ত্রিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।অন্যদিকে, অশ্বিনী রায় সরকার, বিশ্বজিৎ দৈমারি, নীলিমা দেবী এবং সুশান্ত বরগোহাঁই প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশ্বজিৎ দৈমারি আগের বিধানসভার স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে আগের সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী বাদ পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী, যোগেন মোহন এবং উরখাও গোয়রা ব্রহ্ম।

বনকর্মীদের ভূমিকায় পুলিশ কল্যাণপুরে গভীর রাতে আটক কাঠ বোঝাই লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে যখন রাজ্যজুড়ে বন ও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই বনদস্যুরা অবাধে মূল্যবান কাঠ পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কল্যাণপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় আটক হয় একটি কাঠ বোঝাই লরি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর মহারানীপুর নমঞ্জয় এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় একটি কাঠ বোঝাই লরি আটক করা হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আটক লরিটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, লরিতে থাকা কাঠগুলি অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই বনজ সম্পদ পাচার রোধে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। কর্মী সংকটসহ নানা কারণ দেখিয়ে বনদপ্তর দায় এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বনজ সম্পদ রক্ষায় পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা নজর কেড়েছে।

ঘটনার পর পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করেছে। পলাতক চালক এবং পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীদের আশা, খুব শীঘ্রই এই চক্রের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে এই ঘটনায় আবারও বনজ সম্পদ সুরক্ষা এবং অবৈধ কাঠ পাচার রোধে কঠোর নজরদারির প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে।

ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে জিরানিয়া, নরসিংগড় ও অভয়নগরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ পরিবেশ সচেতনতামূলক উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

জানা গেছে, এই কর্মসূচির অধীনে জিরানিয়া ব্লকের ৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, নরসিংগড় বৃদ্ধাশ্রম এবং অভয়নগর শিশু হোমে চারাগাছ রোপণ করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজায়নের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই কমিশনের এই বিশেষ উদ্যোগ।

এদিন আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন শ্রীমতি জয়ন্তী দেববর্মা সহ কমিশনের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত অতিথিরা প্রত্যেকেই নিজে হাতে চারাগাছ রোপণ করে কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কমিশনের চেয়ারপারসন শ্রীমতি জয়ন্তী দেববর্মা বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই।'

আগামী প্রজন্মের জন্য

● আটের পাতার পর

ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির ভি.সি. ড. আর.কে. সাহা, টি.এফ.ডি.পি.সি.-র এম.ডি. পি. এল. আগরওয়াল, পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব চৈতন্য মূর্তি, সি.আর.পি.এফ. গ্রুপ সেন্টারের ডি.আই.জি. জিতেন্দ্র কুমার রাজপুত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ গ্রুপ সেন্টার এলাকায় বৃক্ষরোপণ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাবরুমে ফের স্কুটি চুরি, সাতচাঁদ ও কলাছড়ায় বাড়ছে চোরচক্রের দাপট, আতঙ্কে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৫ জুন: সাবরুম মহকুমার সাতচাঁদ ও কলাছড়া এলাকায় চোরচক্রের দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবার সাতচাঁদ ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় দিনের আলোতেই এক ব্যক্তির স্কুটি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

জানা গেছে, সাতচাঁদ ইটভাটা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দেবনাথ নিজের স্কুটিটি (রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ বিস্তারিত জানা যায়নি) বাড়ির সামনে পার্ক করে কিছু সময়ের জন্য ঘরের ভেতরে গিয়েছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন, নির্দিষ্ট স্থানে স্কুটিটি আর নেই। এরপর তিনি আশপাশের এলাকায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করলেও স্কুটির কোনো সন্ধান পাননি। কোনো উপায় না দেখে অবশেষে ভুক্তভোগী গৌরাঙ্গ বাবু মনুবাজার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি নথিভুক্ত করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই চুরির ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। গত মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে সাতচাঁদ এবং কলাছড়া এলাকা থেকে মোট তিনটি বাইক ও স্কুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক এই ধরণের চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় একটি সুসংগঠিত চোরচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তারা প্রশাসনের নজর এড়িয়ে একের পর এক কান্ড ঘটিয়ে চলেছে। এলাকার সচেতন নাগরিকরা এই চোরচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, ভুক্তভোগী গৌরাঙ্গ দেবনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান যে, থানায় মিসিং ডায়েরি করার প্রায় ১২ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো তদন্ত বা কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং চুরি যাওয়া যানবাহনগুলো উদ্ধার করতে মনুবাজার থানার পুলিশ দ্রুত ময়দানে নামবে, এমনটাই আশা করছেন স্থানীয় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের -এর উদ্যোগে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।বিশ্ব পরিবেশ দিবস কে সামনে রেখে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিলথই হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার , স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মচারীরা।

এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে বিভিন্ন ফলজ, ঔষধি এবং দেবদারু গাছ রোপণ করা হয়।

সারা রাজ্যে বিভিন্ন

● আটের পাতার পর

ওবিসি ও এসটি কল্যাণ দপ্তরের কর্মীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তারা বলেন, শুধু একটি দিন নয়, পরিবেশ রক্ষাকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অপরিহার্য। দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন পরিবেশ সচেতনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাদের মতে, এ ধরনের কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিবেশ রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কৈলাসহরের গৌরনগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন: পাঁচ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কৈলাসহরের গৌরনগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। মূলত বিজেপি চন্ডীপুর সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর, সংখ্যালঘু মোর্চার চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি জমির আলী, বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি পিন্টু ঘোষ সহ আরও অনেকে।

সংঘটনের পক্ষ থেকে গৌরনগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ফলের গাছের চারা রোপন করা হয়েছে বলে জানান সংখ্যালঘু মোর্চার চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি জমির আলী। অন্যদিকে, কর্মসূচীর প্রথমে গৌরনগর মাদ্রাসার প্রবেশ মুখে বৃক্ষরোপন করেন বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি পিন্টু ঘোষ এবং সংখ্যালঘু মোর্চার চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি জমির আলী। দ্বিতীয় গাছটি রোপন করেন বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর। পরবর্তী পর্যায়ে গৌরনগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনের ভিতরে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপন কর্মসূচি শেষে পিন্টু ঘোষ জানান, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষেই গাছ রোপণ করলেই হবে না। সারা বছর গাছ রোপণ করতে হবে এবং গাছ রোপন করে সেই গাছকে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে। এব্যাপারে বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি বিমল কর জানান যে, পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সংগঠনের পক্ষ থেকে গৌরনগর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন করার পূর্বে টিলাবাজার মসজিদ প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সারা রাজ্যের পাশাপাশি ঊনকোটি জেলার প্রতিটি অঞ্চলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

ছৈলেংটায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত: বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ ছৈলেংটা মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বন দপ্তরের ছৈলেংটা রেঞ্জ অফিস প্রাঙ্গণে। ছৈলেংটা মহকুমা অফিস এবং বন দপ্তরের অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে আধিকারিক এবং কর্মচারিগণ অংশ নেন। মহকুমা অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত কর্মসূচিতে লংতরাইভ্যালি মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত দাস, এস.ডি.পি.ও. সোনাচরণ জমাতিয়া, এস.ডি.এফ.ও. প্রসেনজিৎ রায়, মনু ব্লকের বিডিও এম. ডার্লং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লেফুঙ্গায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি: লেফুঙ্গা ব্লকের উদ্যোগে এবং সেন্ট আন্দ্রে স্কুলের সহযোগিতায় আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী সেন্ট আন্দ্রে স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপন করেন লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও নরেন্দ্র রিয়াং, সেন্ট আন্দ্রে স্কুলের প্রিন্সিপল সহ অন্যান্যরা। সেন্ট আন্দ্রে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি লেফুঙ্গা বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। বৃক্ষরোপন শেষে বিডিও নরেন্দ্র রিয়াং পরিবেশ রক্ষায় সকলকে বৃক্ষরোপন করার জন্য আহ্বান জানান।

বকাফা ব্লকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত: বকাফা ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েত ও ১৫টি ভিলেজ কমিটি এলাকায় আজ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকায় আজ গ্রামবাসীদের নিয়ে বিশেষ গ্রামসভার আয়োজন করা হয়। নির্মল পরিবেশ এবং স্বচ্ছতা রক্ষার বিষয়ে গ্রামসভাগুলিতে আলোচনা করা হয়। পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিগণ ও সরকারি কর্মীগণ গ্রামসভায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রামসভার শেষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

কমলপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন: কমলপুর মহকুমা প্রশাসন এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আজ কমলপুর নজরুল ভবনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের সদস্য প্রশান্ত সাহা, কল্লোল রায়, ডিসিএম বিজয় মোহন ত্রিপুরা, কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের উপ কার্যনির্বাহী আধিকারিক অদিতি দাস, প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন অতিথিগণ। এ উপলক্ষে নগর পঞ্চায়েত এলাকায় চারাগাছ রোপণ করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কোনাবন বিএওপি এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে বিশালগড় বন বিভাগের উদ্যোগে কনা বন বিএওপি এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাকুমা বন অধিকারিক ঈশান লাল, বিশালগড় রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুব দাস, ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর কমান্ড্যান্টসহ বনদপ্তর ও বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও বন বিভাগের সকল স্তরের কর্মীরা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে অতিথিরা বৃক্ষরোপণ করেন এবং পরিবেশ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গাছ লাগালেই হবে না, সেগুলোর সঠিক পরিচর্যাও নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি মানুষের এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি সবুজ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয় এবং উপস্থিতদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হয়। বন বিভাগের এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনমুখী কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আশা ব্যক্ত করেন।

ধর্মনগরে ওষুধ ব্যবসায়ীকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ, প্রাণনাশের আশঙ্কায় প্রশাসনের দ্বারস্থ মেডিক্যাল স্টোর মালিক

ধর্মনগর, ৫ জুন: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে এক ওষুধ ব্যবসায়ীকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় একটি মেডিক্যাল স্টোরের মালিক দেবার্য ভৌমিক অভিযোগ করেছেন, গ্রাহকদের স্বার্থে ওষুধে বিশেষ ছাড় দেওয়ার কারণে কিছু অসাধু মহল ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যরা তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে চাপ সৃষ্টি করছে এবং ব্যবসা বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছে।

ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কাছে দাখিল করা এক লিখিত আবেদনে তিনি দাবি করেন, দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে সততার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে আসলেও সম্প্রতি গ্রাহকদের অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে একাংশের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। অভিযোগ, ধর্মনগর ড্রাগ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, অশালীন মন্তব্য এবং সংগঠিতভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ৭ জুন অনুষ্ঠিতব্য একটি বিশেষ সভায় তাঁকে লক্ষ্য করে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ষড়যন্ত্র করা হতে পারে। এমনকি অন্যান্য ওষুধ বিক্রেতাদেরও তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে দাবি করে দেবার্য ভৌমিক প্রশাসনের কাছে প্রাণ ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, যে কোনও সময় তাঁর উপর সুনির্দিষ্ট আঘাত বা ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের চেষ্টা হতে পারে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরের ওষুধ ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা কী হয়, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় মহলের।

খোয়াইয়ে এনডিপিএস মামলায়

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাননীয় আদালতের কাছে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) জমা দেন। মামলার শুনানিতে সমস্ত সাক্ষী ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আসামির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এরপরই আজ আদালত এই কঠোর সাজা ঘোষণা করে। আইনজীবী ও সচেতন মহলের মতে, প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ এবং আদালতের এই দ্রুত রায়ের ফলে এলাকায় মাদক পাচার ও ব্যবসার সাথে যুক্ত অপরাধীদের কাছে একটি কঠোর বার্তা যাবে।

চাঁদা তুলে রাস্তা

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বর্তমানে রাস্তা সংস্কারের কাজ এগিয়ে চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, জনসাধারণের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেও ফল না পাওয়ায় তারা নিজেরাই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছেন। এলাকাবাসীর এই উদ্যোগকে অনেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করলেও, জনপরিষেবা সংক্রান্ত কাজে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিদেশ সফরেও

● প্রথম পাতার পর

আকাঙ্ক্ষার দেশ, মন্তব্য করেন তিনি। নাগরিকদের উন্নয়নমূলক লক্ষ্য অর্জনের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, দেশের মানুষ এখন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছে। তাঁর মতে, এই সম্মিলিত আত্মবিশ্বাসই ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, যখন একটি দেশের মানুষ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যানজট ও ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। সম্প্রতি কাটাখাল সংস্কারের কাজে অবৈজ্ঞানিক ও অপরিণত পদক্ষেপের ফলে বাঁধের বিপন্নতা তৈরি হয়েছে, যা ভারী বর্ষণ হলে গোটা আগরতলা শহরকে ভাসিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল সভা ও রাজ্য সফর প্রসঙ্গে কংগ্রেস প্রশ্ন তুলেছে। মণিপুরে গত প্রায় ৩ বছর ধরে চলা অশান্তি দমনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থতা নিয়ে কটাক্ষ করার পাশাপাশি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে কংগ্রেসের জিজ্ঞাসাত্রিপুরা কেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক, বেআইনি নেশাদ্রব্য ও মানব পাচারের করিডোর হয়ে উঠছে? এতে শাসকদলের প্রভাবশালী এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একাংশের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলেও বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়।

গত মে মাসের বেশ কিছু ঘটনার খতিয়ান তুলে ধরে রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। বিবৃতিতে উল্লিখিত কিছু ঘটনা: অমরপুরের বিডিও, ভারতচন্দ্র নগরদের বিডিও এবং তাদের অফিসে কর্মরত অবস্থায় শাসকদলের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও মাতব্বরদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। কমলপুরে পুলিশের এসডিপিও আক্রান্ত হওয়া।কলমচৌড়া থানার ওসি-কে শাসকদলীয় বিধায়ক দ্বারা আক্রান্ত ও অপমানিত হতে হওয়া। আমতলী থানার ওসি দাগী অপরাধীকে ধরে আনার পথে বিজেপি মহিলা নেতৃত্বের দ্বারা কামড় খেয়ে রক্তাক্ত হওয়া এবং অপরাধীকে থানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমনকি গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী ক্ষেত্রে (নাগেরজলা মোটোরস্ট্যান্ড) শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর রক্তাক্ত সংঘর্ষের কারণে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাজ্যবাসী ধারণা করছেন যে বর্তমান সরকার সমাজদ্রোহী ও লুটেরাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে।' রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই সমস্ত জনবিরোধী নীতি ও আইনহীনতার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জোর দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

মধ্য ভুবনবনে বৃদ্ধার রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসীরা। পরে ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

এলাকার এক যুবক জানান, তিনি প্রায়ই ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃদ্ধার খোঁজখবর নিতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি দেখতে পান, বৃদ্ধা অসুস্থ অবস্থায় ঘরের মধ্যে রয়েছেন। যেহেতু তিনি প্রায়ই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতেন, তাই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে।

বৃদ্ধার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ইতিমধ্যে পুলিশ যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল

● প্রথম পাতার পর

চার্জ প্রত্যাহার, ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধ করা, লো-ভোল্টেজ সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করা। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে সংগঠনের নেতা সঞ্জয় চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবি সম্বলিত একটি স্মারকপত্র জমা দেয়। দ্রুত সময়ের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটারও ইঙ্গিত দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য ত্যাগ

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, রাজ্যপুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক প্রমুখ।

ত্রিপুরা সীমান্তে আরও

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজও শুরু হয়েছে।

খুব শীঘ্রই দেশের সীমান্ত এলাকাগুলিতে 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্পের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, ড্রোন, সেন্সর, স্মার্ট ফেন্সিং এবং উন্নত নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি অত্যাধুনিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হবে। প্রাথমিকভাবে দেশের সাত থেকে আটটি সীমান্ত এলাকায় এই প্রকল্প চালু করা হবে। পরীক্ষামূলক পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীতে সমগ্র সীমান্ত এলাকায় প্রকল্পটি সম্প্রসারিত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্ত নিরাপত্তা কেবলমাত্র বিএসএফের একার দায়িত্ব নয়। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পাটোয়ারি, সরপঞ্চ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া একটি অভেদ্য নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে একটি 'লিক-প্রুফ' নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুব সমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা এবং সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকার স্মার্ট বর্ডার প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছে। তিনি জানান, স্মার্ট ফেন্সিংয়ের মাধ্যমে সীমান্তে সব ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ রোধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, দেশবাসী রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে কারণ আপনারা রাত জেগে সীমান্ত পাহারা দেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকায় দায়িত্ব পালনকারী বিএসএফ জওয়ানদের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, দেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের নিষ্ঠা, সাহস ও আত্মত্যাগকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়ন করে।

সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন সীমান্তে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মাদক পাচার, মানবপাচার, অস্ত্র চোরাচালান কিংবা ড্রোনের মাধ্যমে অপরাধমূলক কার্যকলাপসব ক্ষেত্রেই বিএসএফ সফলভাবে মোকাবিলা করছে। ত্রিপুরা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত সীমান্ত এলাকায় বাহিনীর কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন তিনি।

তিনি জানান, সীমান্ত চৌকিগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সবুজ শক্তির ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা সম্প্রসারণের একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

অমিত শাহ বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি পূর্ণাঙ্গ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশের সীমান্তকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করা অত্যন্ত জরুরি। মাদক, মানবপাচার, চোরাচালান এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সিকিউরিটি গ্রিড গড়ে তোলার কাজ চলছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন ত্রিপুরা সফরে এসে বিএসএফের লঙ্কামুড়া সীমান্ত চৌকি (বিওপি) পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করে তাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলেন তিনি। একই সঙ্গে আগরতলায় একটি আগর গাছের চারা রোপণ করে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তাও দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রাক্তন সরসংঘচালক 'গুরুজি' নামে পরিচিত -এর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, সীমাহীন ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম এবং মাতৃভূমির প্রতি একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনের প্রতীক ছিলেন গুরুজি। 'ন্যাশন ফার্স্ট' বা 'দেশ সর্বাগ্রে' আদর্শের অন্যতম প্রেরণার উৎস হিসেবেও তিনি তাঁকে উল্লেখ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অমিত শাহ বলেন, ২০১৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) সদস্যরা সারা দেশে ৭ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি গাছ রোপণ করেছেন। চলতি বছরে আরও ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ গাছ লাগানো হবে এবং যেসব চারা বেঁচে নেই, সেগুলির পুনরায় রোপণের ব্যবস্থা করা হবে। আগামী বছরে সিএপিএফ সদস্যদের মাধ্যমে ২ কোটি গাছ রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারি নির্দেশের বিষয় নয়, এটি মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হওয়া উচিত। প্রত্যেক জওয়ান একটি গাছকে পরিবারের সদস্যের মতো যত্ন নেন। পরিবেশ রক্ষার এই সংস্কৃতিই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে কেন্দ্র সরকারের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী -র নেতৃত্বে ভারত পরিবেশ রক্ষায় একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণ করে ভারত বিশ্বের সামনে এক অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত পরিবেশ সংরক্ষণের চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে বর্তমান সরকার বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি বিএসএফের ৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের আবাসন প্রকল্পের ই-উদ্বোধন এবং ৯৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোয়ার্টার গার্ড কমপ্লেক্সের ই-শিলান্যাস করেন। সীমান্তে কর্মরত জওয়ানদের জন্য উন্নত আবাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পারিবারিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে কেন্দ্র সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানান তিনি।

অমিত শাহ বলেন, দেশের মানুষ বিএসএফের নাম শুনলেই শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করেন। কারণ সীমান্তরক্ষীদের ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম ও দেশপ্রেমের মূল্য দেশবাসী উপলব্ধি করে।

এদিনের প্রহরী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা, বিএসএফের মহাপরিচালক প্রবীণ কুমার, ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি অলোক কুমার চক্রবর্তী, আইজি প্রিন্সি রানি সহ বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরা।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 06-06-2026, 01:24

াঙ্গন

সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে এ ডি নগর বড়দোয়ালী ও আম্বেদকর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের নির্ধারিত চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। মধুবন ডুকলি এবং প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে এডি নগর স্কুল দল ১১ রানের ব্যবধানে হিন্দি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল কে পরাজিত করেছে। ১৪ ওভারে কমিয়ে আনা ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে এ ডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নয় উইকেটে ৯৭ রান সংগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে হিন্দি এইচএস স্কুল ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টিতে ম্যাচের পরিধি আবারও কমিয়ে নয় ওভারে ৬৪ রানের টার্গেট স্থির হয়। এর মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে বাহান্ন রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এডি নগর স্কুল দলের সৌম্যদীপ চক্রবর্তী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। বেলা একটায় একই মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় আম্বেদকর স্কুল দল তিন উইকেটের ব্যবধানে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করেছে। একই সময়ে নীপকো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বড়দোয়ালি স্কুল দল ৮ উইকেটের ব্যবধানে হলিক্রস স্কুলকে পরাজিত করেছে।

বিএসটি-কে হারালো বাধারঘাট ৯ উইকেটে জয়ী ক্রিকেট অনুরাগী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে নির্ধারিত খেলায় বাধারঘাট ও ক্রিকেট অনুরাগী জয়ী হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামের খেলায় বাধারঘাট প্লে সেন্টার ৫৮ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ২৩ ওভারে কমিয়ে আনা খেলায় বাধারঘাট প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৯৩ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ইউনাইটেড বিএসটি ৭ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২৩ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের মোনালিসা দে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।টি আই টি গ্রাউন্ডে ২৬ ওভারে কমিয়া আনা ম্যাচে ব্রাইট ক্লাব ২৩ ওভার ৩ বলে ৬২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ১০ ওভার ৫ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ১২ রানে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে তানিয়া ছেত্রী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। ৯ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী।

চলমানকে হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ জয়ী ১০ উইকেটে জয়ী কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। সিনিয়র মহিলা আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেটে নির্ধারিত চারটি ম্যাচ চার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ১৯ রানের ব্যবধানে চলমান সংঘ কে পরাজিত করেছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ১৬ ওভারে কমিয়ে আনা খেলায় স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ৮৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে চলমান সংঘ নয় উইকেট হারিয়ে ৭০ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১৯ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের আশা লক্ষী নোয়াতিয়া ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ৩২ ওভারে কমিয়া আনা ম্যাচে রয়েল কোচিং সেন্টার ২৬ ওভার ১ বলে ২৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন কুড়ি বল খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সুরভী রায় পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। ১০ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কসমোলিটন ক্লাব।

ঘরের মাঠে ইরাকের বিপক্ষে স্পেনের হোঁচট

স্পেনের লা করুনায় বৃহস্পতিবার প্রীতি ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ফেররান তরেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা টানেন মের্কাস দস্কি।

ম্যাচের শুরু থেকে একচেটিয়া চাপ ধরে রাখা স্পেন অষ্টম মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো; তবে আলেক্স বায়েনার শট দারুণ ক্ষীপ্রতায় ঠেকিয়ে দেন আহমেদ বাসিল। আট মিনিট পর তিনি আর পারেননি, মাঝমাঠ থেকে বল পায়ে ছুটে ডি-বক্সে ঢুকে বাঁ পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন ফেররান তরেস।

প্রথম ২৫ মিনিটে ২৫ শতাংশেরও কম সময় পজেশন রাখা ইরাক ২৭তম মিনিটে চমৎকার গোলে সমতা টানে। ডি-বক্সের বাঁ পাশ থেকে আচমকা জোরাল শট নেন জার্মানিতে জন্ম নেওয়া লেফট-ব্যাক মের্কাস দস্কি, গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া লাফিয়েও নাগাল পাননি, দূরের পোস্ট দিয়ে বল ঠিকানা খুঁজে পায়।

দ্বিতীয়ার্ধে স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে পুরো একাদশই পরিবর্তন করেন। তাতে দলটি চাপ ধরে রাখতে পারলেও, ফিনিশিংয়ে প্রত্যাশা পূরণের মতো কিছু করতে পারেনি। বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহখানেক আগে যা দলটির জন্য মোটেও ইতিবাচক কিছু নয়।

তাছাড়া, স্পেনের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও ভালো নয়। তুরস্কের সঙ্গে ড্র করে গত বছর শেষ করার পর, গত মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে সার্বিয়ার বিপক্ষে জিতলেও হোঁচট খায় মিশরের বিপক্ষে।

বিরতির পরও ইরাকের কোচ গ্রাহাম আর্নল্ডও একে একে ১০টি পরিবর্তন আনেন। দলটি প্রতিপক্ষকে আবার চমকে দিতে না পারলেও, বিশ্বকাপের ফেভারিটদের বিপক্ষে এমন হার না মানা পারফরম্যান্সে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারে তারা।

গত সপ্তাহে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ইরাক হারায় অ্যান্ডোরাকে। আগের দুটি ম্যাচেও জিতেছিল তারা, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বলিভিয়ার বিপক্ষে।

আগামী মঙ্গলবার আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে স্প্যানিশরা, পেরুর বিপক্ষে। আর ১৫ জুন কেপ ভার্দের বিপক্ষে লড়াই দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জয়ীদের।

বিশ্বকাপ অভিযানে নামার আগে আগামী বুধবার ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আরেকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইরাক। এরপর ১৭ জুন নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মূল মঞ্চে যাত্রা শুরু হবে এশিয়ার দলটির।

ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হচ্ছেন শ্রেয়স নতুন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত বোর্ডের

ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে চলেছেন শ্রেয়স আয়ার। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না হলেও বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণার সময় শ্রেয়সের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হবে। আইপিএল মাতানো বৈভব সূর্যবংশীকেও দলে রাখা হবে বলে শোনা গিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্স এবং পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকে তাকিয়েই এই সিদ্ধান্ত।

শনিবার আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা হবে। বিশ্বকাপ জেতার পর যা ভারতের প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার আগে 'ক্রিকইনফো' এই খবর জানিয়েছে। অধিনায়কত্ব ধরে রাখা তো দূর, সূর্যকুমার যাদবকে দল থেকেই পুরোপুরি বাদ দেওয়া হতে পারে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএলের খারাপ ফর্মের কারণে সূর্যের বিদায় একপ্রকার নিশ্চিত ছিলই। নির্বাচকেরাও তাতে সায় দিয়েছেন।

শ্রেয়সের বয়স ৩১। ফিট থাকলে অনায়াসে আরও পাঁচ-ছ'বছর খেলতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদী ভাবনার কারণেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। তবে ২০২৩-এর ডিসেম্বরে শেষ বার টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন তিনি। সাম্প্রতিক কালে বার বার প্রশ্ন উঠেছে, কেন আইপিএলে ভাল খেলা সত্ত্বেও তাঁকে টি-টোয়েন্টি দলে নেওয়া হচ্ছে না। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জানুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেলেও চোটের কারণে খেলতে পারেননি। এ বার শ্রেয়স দলে ফিরছেন একেবারে অধিনায়ক হয়ে।

অধিনায়কত্বের ব্যাপারে শ্রেয়সের অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশয় নেই। ২০২৪-এ কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। এ ছাড়া ২০২০-তে দিল্লিকে এবং ২০২৫-এ পঞ্জাবকে ফাইনালে তুলেছেন। গত বছরের আইপিএলে ৬০৪ রান করেছেন ১৭৫.০৭ স্ট্রাইক রেটে। এ বছর ৪৯৮ রান করেছেন ১৬৮.৮১ স্ট্রাইক রেটে।

দলকে আইসিসি ট্রফি দেওয়া সত্ত্বেও অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া, ভারতীয় ক্রিকেটে পর পর দু'বছর দেখা গেল এই ঘটনা। গত বছর রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও পরের সিরিজেই অধিনায়ক করা হয় শুভমন গিলকে। এ বার সূর্যকুমারের ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা গেল। তবে রোহিত এক দিনের দলে থাকলেও সূর্যকুমার দল থেকেই বাদ পড়ছেন।

এ দিকে, ১৫ বছরের সূর্যবংশী ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে তরুণতম ক্রিকেটার হতে চলেছে। এ বারের আইপিএলে ৭৭৬ রান করে কমলা টুপি জিতেছে সে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজে ভারত এ দলেও সুযোগ পেয়েছে সে।

অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের ৪টি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন।। কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। আগামী ৭ জুন, রবিবার অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ একই সময়ে চার মহাকুমায় চারটি মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের গ্রুপ লীগের খেলা শেষে ৭ জুনে মূল পর্বের লড়াই শুরু হচ্ছে। রানীরবাজার স্কুল গ্রাউন্ডে সদর-এ দল খেলবে অমরপুর মহকুমা দলের বিরুদ্ধে। নীপকো গ্রাউন্ডে সদর বি এবং কৈলাশহর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে ধর্মনগর এবং বিশালগড় পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বিলোনিয়া স্কুল গ্রাউন্ডে অমরপুর ও সাব্রুম পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। চারটি ম্যাচে বিজয়ী ৪ দল ১০ জুন সেমিফাইনালে খেলতে নামবে।

জাপান এখন 'আরও আত্মবিশ্বাসী

প্রথম দল হিসেবে বাছাই পেরিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া জাপান দারুণ ছন্দে আছে কয়েক মাস ধরেই। দলটির তারকা উইঙ্গার তাকেফুসা কুবোর মনে হচ্ছে, এখন তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গেছে।

বল পায়ে দারুণ নৈপুণ্যের কারণে একটা সময় কুবোকে ডাকা হতো 'জাপানের মেসি' নামে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন জাপান দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। চার বছর পর, আসন্ন উত্তর আমেরিকা আসরে পুরো জাতির ভার যেন তার কাঁধে।

কাতারে গ্রুপ পর্বে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ও স্পেনকে হারিয়ে চমক দেখায় জাপান। শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ১-১ সমতার পর, টাইব্রেকারে হেরে হৃদয় ভেঙেছিল এশিয়ার দেশটির। তারপর থেকে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলেছে জাপান। প্রথম দল হিসেবে বাছাই পেরিয়ে এবারের বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়াই শুধু নয়, নিজেদের সবশেষ ছয় ম্যাচে জিতেছে তারা। এর মধ্যে আছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ও আরেক সাবেক চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ও।বাছাইপর্ব চলাকালীন দলের অবস্থা কতটা বদলে গেছে, ফিফাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তুলে ধরলেন কুবো।"এশিয়ান বাছাইপর্বের চতুর্থ বা পঞ্চম ম্যাচের ঘটনা। আমরা ছয় পয়েন্ট এগিয়ে ছিলাম এবং তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা কতটা ভালো হয়ে উঠেছি। আমার মনে হয়, আমরা এখন আরও আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। শুধু ফলাফলের কারণে নয়, বরং আমরা যেভাবে খেলেছি এবং দল হিসেবে আমরা কতটা একতাবদ্ধ, তার কারণেও।"তাদের এই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে কাতার বিশ্বকাপে হৃদয় ভাঙা বিদায়ের পর। গত দুটি আসরসহ মোট চারবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় খেলা জাপান কখনও কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠতে পারেনি। কাজটা কতটা কঠিন, চার বছর আগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে বুঝেছিলেন কুবো।"ওই ম্যাচটি আমাকে সত্যিই দেখিয়েছিল যে, ইতিহাস পরিবর্তন করা কতটা কঠিন। ম্যাচে আমাদের তীব্রতা হোক বা ছোটখাটো ভুল, আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের কিছু একটার অভাব ছিল। রেকর্ড বইয়ে লেখা আছে আমরা পেনাল্টিতে হেরেছি, কিন্তু আমার মনে হয়, আগের ১২০ মিনিটে আমরা আরও অনেক কিছু ভালোভাবে করতে পারতাম।"আর সে কারণেই ২০২৬ বিশ্বকাপে প্রতিটি ছোট ছোট বিষয় ঠিক করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করেন কুবো।"বিশ্বকাপে ম্যাচের ভাগ্য অল্প ব্যবধানেই নির্ধারিত হয়। আমার মনে হয়, ম্যাচের প্রতিটি দিক যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সামলানো খুবই জরুরি।"

ভয় পাও ফ্রান্স, ভয় পাও স্পেন

রটারড্যামে পরশু রাতে বড় দলগুলোকে ভয় দেখানোর এই খেলার শুরুটা করেছিল আলজেরিয়া। বিশ্বকাপের প্রস্তুতিমূলক প্রীতি ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে চমকে দেয় উত্তর আফ্রিকার দলটি। কিন্তু চমকের যে আরও বাকি ছিল, তা জানত কে!

বিশ্বকাপ শুরুর আগে আইভরিকোস্ট ও ইরাকের মতো তুলনামূলক কম শক্তিশালী দলের কাছ থেকে গতকাল রাতে একই বার্তা পেয়েছে তুমুল ফেবারিট ফ্রান্স ও স্পেনভয় পাও, বিশ্বকাপে ছোট দলগুলোকে ভয় পাও!

নঁতের মাঠে স্বাগতিক হয়ে আইভরিকোস্টের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ২-১ গোলে হেরেছে সর্বশেষ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ও ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় ফ্রান্স। র‌্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্পেন অবশ্য হারেনি। তবে ঘরের মাঠে ইরাকের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র তো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের জন্য হারেরই সমান।

বিশ্বকাপের আগে এ নিয়ে টানা দুই রাত 'হরর শো' দেখল তিনটি বড় দল। র‌্যাঙ্কিংয়ে অষ্টম নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২৮তম আলজেরিয়ার জয়কে কেউ কেউ স্রেফ দুর্ঘটনা ভেবেছিলেন। কিন্তু র‌্যাঙ্কিংয়ে ৫৬তম ইরাক এবং ৩৩তম আইভরিকোস্টও এখন বুঝিয়ে দিল, বিশ্বকাপের মূলমঞ্চে বড়দের সঙ্গে ছোটদের লড়াই হবে সমানে সমান।

ম্যানচেস্টার সিটি প্লেমেকার রায়ান শেরকি ৪৫ মিনিটে গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সকে। গোলকিপার বাদে ম্যাচে বিভিন্ন সময়ে একাদশের বাকি সবাইকে তুলে বদলি খেলোয়াড় নামানো ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশমের হয়তো কল্পনায়ও ছিল না, তাঁকে এভাবে হোঁচট খেতে হবে। ফরাসি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দেজিরে দুয়ে সাইড বেঞ্চে বসে দেখেছেন, তাঁরই বড় ভাই গুয়েলা দুয়ের গোলে ৫৩ মিনিটে সমতায় ফেরে আইভরিকোস্ট। ৮৪ মিনিটে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড আমাদ দিয়ালো বদলি নেমে গোল করে এগিয়ে দেন আফ্রিকার দলটিকে। এরপর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ফ্রান্স।

ম্যাচে নিষ্প্রভ থাকা অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পেকে বিরতির সময় তুলে নেন দেশম। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের ১০ ম্যাচে অপরাজিত থাকার পাশাপাশি কোনো গোল হজম করেনি আইভরিকোস্ট।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে আগামী সোমবার রাতে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। তবে এ হারে খুব বেশি বিচলিত নন ফরাসি ডিফেন্ডার লুকাস ফার্নান্দেজ, 'আমরা সব সময়ই জিততে চাই। তবে এখন প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং ম্যাচে অনেক খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দলের মানসিক অবস্থা ভালো আছে।' ফ্রান্সের কোচ দেশম বলেছেন, 'হার কখনো সুখকর নয়...দ্বিতীয়ার্ধে আমরা অনেক পরিবর্তন করেছি, তবে এটি কোনো অজুহাত হতে পারে না। ১৬ জুন আমাদের একই ধরনের দলের মুখোমুখি হতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় বিশ্বকাপ শুরু হবে ১১ জুন। নিউ জার্সিতে ১৬ জুন আফ্রিকার আরেক শক্তিশালী দল সেনেগালের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ফ্রান্স। 'আই' গ্রুপে ফ্রান্স ও সেনেগালের সঙ্গে অন্য দুটি দল ইরাক ও নরওয়ে।

১৯৮৬ আসরের পর এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া ইরাক আ করুনায় ভালোই ধাক্কা দিয়েছে স্বাগতিক স্পেনকে। বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে এটাই ছিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দলের শেষ ম্যাচ। ১৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে স্পেন এগিয়ে গেলেও ২৭ মিনিটে মেরচেস দোস্কির গোলে সমতায় ফেরে ইরাক। বিরতির আগে বল পাঁচবার ইরাকের পোস্টে মারেন তোরেস।

দেশমের মতো স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তেও এই ম্যাচে দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। লামিনে ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস ও পেদ্রিকে বিশ্রাম দেন। প্রথম একাদশের হয়ে নামা সবাইকেই ম্যাচের বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে নিয়ে বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করেন স্পেন কোচ। এর মধ্যে সাতজন খেলোয়াড়ের অভিষেক হয়, যাঁরা লুইস দে লা ফুয়েন্তের বিশ্বকাপ স্কোয়াডেই নেই। মজার বিষয়, ইরাকও তাদের প্রথম একাদশের সব খেলোয়াড়কে তুলে বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করেছে।

অর্থাৎ ম্যাচে দুই দলই ১১টি করে মোট ২২ জন খেলোয়াড় পাল্টায়। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, স্প্যানিশ জাতীয় দলের ইতিহাসে এটি নতুন রেকর্ড। ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে মোট ৪৪ জন ফুটবলার মাঠে নেমেছিলেন। এর আগে ২০০৪ সালে অ্যান্ডোরার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে দুই দল মিলিয়ে মোট ৪২ জন খেলোয়াড় মাঠে নামেন, যা ছিল এত দিনের রেকর্ড।

আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টায় আরেকটি প্রীতি ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে স্পেন। বিশ্বকাপের আগে এটাই হবে তাদের শেষ ম্যাচ। ১৫ জুন কেপ ভার্দের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে স্পেন। 'এইচ' গ্রুপে স্পেন ও কেপ ভার্দে ছাড়া অন্য দুই প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে ও সৌদি আরব।

তুরস্কে অন্য প্রীতি ম্যাচে মালিকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শেষ করেছে ইরান।

আরও ক্ষমতা বাড়ছে ভার-এর, ফুটবলারেরা সময় নষ্ট করলেই পড়বেন বিপদে, বিশ্বকাপে নতুন কী কী নিয়ম দেখতে পাওয়া যাবে ?

এ বারের ফুটবল বিশ্বকাপে প্রথম বার খেলতে চলেছে ৪৮টি দেশ। তবে শুধু দেশের সংখ্যাই নয়, আধুনিক ফুটবলকে বদলে দিতে পারে এমন কিছু আইনও দেখা যাবে বিশ্বকাপে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড (আইএফএবি) কিছু নিয়মে পরিবর্তন করেছে, যাতে ম্যাচের গতি বৃদ্ধি পায়, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব বজায় থাকে। ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভারের হাতে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপ থেকে এই নিয়ম চালু হবে।

ভার-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি

ভার-কে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ভুল করে দেখানো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড, ভুল করে শাস্তি দেওয়া এবং ভুল করে দেওয়া কর্নার কিকের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে ভার। পাশাপাশি সেট-পিস হওয়ার আগে ফাউল হলে সেটাও নজরে আনবে ভারত। যেমন কর্নার নেওয়ার আগে অবৈধ ভাবে ডিফেন্ডারকে আটকানো হলে নজরে আনা হবে। খেলা আবার শুরু হওয়ার পর কোনও অপরাধ হলে, রেফারি আগে মাঠের পাশে থাকা মনিটরে গিয়ে ঘটনাটি দেখবেন এবং তার পর ঠিক করবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন কি না এবং সেট-পিস আবার নেওয়া হবে কি না। ভুল হলুদ কার্ডের ক্ষেত্রে ভার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। কিন্তু রেফারি কার্ড না দেখালে, ভার কখনওই কার্ড দেখানোর কথা বলতে পারে না।

খেলোয়াড়দের আচরণে কড়াকড়ি

ফুটবলে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া হচ্ছে নিয়ম। তর্কাতর্কির সময় ফুটবলারেরা যদি হাত, বাহু বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বলেন তা হলে সরাসরি লাল কার্ড দেখবেন। তবে সাধারণ কথাবার্তা এর আওতায় পড়ছে না। যদি রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোনও দল মাঠ ছেড়ে যায়, তা হলে সেই ম্যাচটি তারা ছেড়ে দিয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

দ্রুত খেলোয়াড় পরিবর্তন

সময় নষ্টের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে চলেছে। থ্রো-ইন এবং গোল-কিকের ক্ষেত্রে রেফারিরা পাঁচ সেকেন্ডের কাউন্টডাউন করবেন। তার মধ্যে কাজটি করা না গেলে বিপক্ষ দল সেই সুবিধা পাবে। দেরি করে গোল-কিক নিলে বিপক্ষ দলকে কর্নার দেওয়া হবে। পরিবর্ত খেলোয়াড়কে এ বার থেকে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মাঠ ছাড়তে হবে। সবচেয়ে কাছে যে দিক থেকে মাঠের বাইরে যাওয়া যায় সে দিক থেকে বার হতে হবে। তা না হলে পরিবর্ত খেলোয়াড় নামানো যাবে না।

চোটে সময় নষ্ট বন্ধ

চোট পেলেই সময় নষ্ট করার প্রবণতা রয়েছে কিছু ফুটবলারের মধ্যে। তা আর চলবে না। যে সব ফুটবলারের মাঠে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাদের খেলা শুরু হওয়ার পরেও অন্তত এক মিনিট মাঠের বাইরে থাকতে হবে। চোটের কারণে খেলা সাময়িক বন্ধ রাখতে হলে ফুটবলারেরা যাতে কোচের কাছে গিয়ে শলাপরামর্শ করতে না পারেন, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে রেফারিদের।

জলপানের বিরতি

উত্তর আমেরিকার গরমের মধ্যে আয়োজিত হবে বিশ্বকাপ। তাই প্রতি অর্ধে তিন মিনিটের জলপানের বিরতি রাখা হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, এই সময়ের মধ্যে কৌশলগত আলোচনাও করে নিতে পারবেন কোচ।

৫০তম টেস্টের আগে গম্ভীর-পরামর্শ পেলেন পন্থ, ঋষভের থেকে কী চাইছে দল, স্পষ্ট করে দিলেন ভারতের কোচ

আইপিএলটা ভাল যায়নি তাঁর। লখনউয়ের অধিনায়কের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। তবে প্রিয় লাল বলের ক্রিকেটে আবার দেখা যাবে ঋষভ পন্থকে। তার আগে কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শ পেলেন তিনি। দেশের হয়ে ৫০তম টেস্ট খেলতে নামার আগে পন্থ অনেক পরিণত, শান্ত দেখিয়েছে অনুশীলনে। তাঁর প্রশংসা করেছেন সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতেও। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গুয়াহাটি টেস্ট অবিবেচকের মতো শট খেলার কারণে সমালোচিত হয়েছিলেন পন্থ। তাঁর বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ উঠেছে যে, পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে খেলেন না। তবে গম্ভীর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলার দিন শেষ। দলের পরিস্থিতি অনুযায়ীই এ বার থেকে খেলতে হবে পন্থকে। অনুশীলনে পন্থকে সেটাই করতে দেখা গিয়েছে। আগে স্পিনারদের বলে আগ্রাসী খেলতেন তিনি। এ দিন সামনের পায়ে এগিয়ে এসে রক্ষণে জোর দিয়েছেন। পরিণত শট খেলেছেন। কোনও ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শট পন্থকে খেলতে দেখা যায়নি। গোটা সময়টাই পন্থের উপরে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন গম্ভীর।

পরে দুশখাতে বলেন, "জুনিয়রদের কাছে আদর্শ এবং সিনিয়র ক্রিকেটার হিসাবে তুলে ধরার ব্যাপারে দায়বদ্ধ পন্থ। গত কাল ওকে এবং গৌতিকে কথা বলতে দেখেছিলাম। 'কী ভাবে সিনিয়র ক্রিকেটার হিসাবে নিজেকে তুলে ধরবে', এই জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কী ভাবে সিনিয়র ক্রিকেটারের খেলা উচিত, তা বুঝিয়ে দিয়েছে গম্ভীর।"

সম্প্রতি টেস্ট দলের সহ-অধিনায়কত্ব থেকে সরানো হয়েছে পন্থকে। তবে দুশখাতে মনে করেন, "দলে নেতা হতে গেলে কোনও খেতাবের দরকার নেই পন্থের। মনে হয় ও সেটা জানে।"

দুশখাতে চান না পন্থ তাঁর স্বাভাবিক আগ্রাসী খেলা থেকে সরে আসুন। তবে ম্যাচের পরিস্থিতির কথাও মাথায় রাখতে বলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "ঋষভের প্রতিভার কথা মাথায় রেখে বলছি, ও যা যা করে সেটা পুরোপুরি বর্জন করার দরকার নেই। তবে ম্যাচের পরিস্থিতির সঙ্গে একটু মানিয়ে নিয়ে খেলতে পারলেই সাফল্য পাবে।"ফের জাতীয় দলের দরজা খুলতে চলেছে রজত পাতিদারের জন্য। আইপিএলে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন আরসিবি অধিনায়ক। এবার শ্রীলঙ্কা সফরকারী ভারত 'এ' দলে দেখা যাবে তাঁকে। অন্যদিকে আচমকাই পাতিদারের কাছে সুযোগ চলে এল চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়ারের জন্য। ভারত 'এ' দল থেকে তিনি ডাক পেয়েছেন আফগানিস্তানের ওয়ানডে দলে। কারণ বিরাট কোহলি চোটের জন্য এই সিরিজে নেই।

এবার আইপিএলে ১৫ ম্যাচে ৫০০-র উপর রান করেছেন পাতিদার। সর্বোচ্চ ৯৩। স্ট্রাইক রেট প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি। আরসিবি'কে চ্যাম্পিয়ন করানোয় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ২০২৩ সালে একটি মাত্র ওয়ানডে খেলেছিলেন তিনি। তারপর আর ডাক পাননি। এবার শ্রীলঙ্কা সফরে 'এ' দলের হয়ে খেলবেন পাতিদার। যে দলে আছেন বৈভব সূর্যবংশী। অধিনায়ক তিলক বর্মা। জুনে ত্রিদেশীয় এই সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

এই দলে ছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়ার। তিনিও শুরুতে জায়গা পাননি। রিয়ান পরাগ ছিলেন ভারত 'এ' দলের সহ-অধিনায়ক। কিন্তু চোটের জন্য পরাগ আচমকা ছিটকে যান। সেই জায়গায় ডাকা হয় সিএসকে অধিনায়ককে। এদিকে বিরাট কোহলি হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজে অংশ নিতে পারবেন না। অন্তত দু'সপ্তাহ তাঁকে বিশ্রাম নিতে হবে। সেখানে শেষ মুহূর্তে ডাক পড়েছে রুতুরাজের। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডে খেলবে ভারত।

আইপিএলে সেভাবে ছন্দে ছিলেন না রুতুরাজ। ১৪ ম্যাচে ৩৩৭ রান করেছেন। গড় মাত্র ১২৩। তবে দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। সেবার শুভমান গিলের বদলি হিসেবে জায়গা পান। এবার কি দলে নিজের জায়গা নিশ্চিত করতে পারবেন?

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 1 06-06-2026, 00:52

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পুষ্পবন্ত প্যালেসে পাঁচতারা হোটেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ আগরতলার কুঞ্জবনস্থিত পুষ্পবন্ত প্যালেস প্রাঙ্গণে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেলের ভূমিপূজন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য-সদস্যাগণ, সাংসদ, বিধায়কগণ, রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে হোটেলের ভূমিপূজনে অংশগ্রহণ করেন। পরে সকল অতিথিগণের উপস্থিতিতে তিনি তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল স্থাপনের ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের প্রতিকৃতি দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে সি.ই.ও. পুনীত ছটওয়াল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল স্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

উল্লেখ্য, এই তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেলে ৮৯টি স্ট্যান্ডার্ড রুম, ৬টি এগজিকিউটিভ রুম, ৫টি এগজিকিউটিভ সুটস এবং ১টি প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা থাকবে। এছাড়াও হোটেলে থাকবে ব্যাঙ্কুয়েট ব্লক, বলরুম, মিটিং হল, রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল প্রভৃতি।

লোকভবনে বৃক্ষরোপণ করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: নবীন প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে লোক ভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্যপাল এই আহ্বান জানান। রাজ্যপাল আজ লোক ভবনে বৃক্ষরোপণ করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, পরিবেশ সুরক্ষায় আজ প্রত্যেকের নতুন করে শপথ নেওয়ার দিন। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের যুগ্ম সচিব জয়ন্ত ভট্টাচার্য, অবর সচিব অশোক দেববর্মাও বৃক্ষরোপণ করেন। লোক ভবনের আধিকারিক এবং কর্মচারিগণও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা

আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে আজ আগরতলা শহরে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এ সময় ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ঊর্ধতন আধিকারিক, দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আগরতলার সুকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করেন। পরে শোভাযাত্রাটি পুনরায় সুকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা নিজ বক্তব্যে পরিবেশ দূষণ রোধ, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

তিনি আরও বলেন, পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করাই আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গ্রাম শহর নগর সর্বত্র পরিবেশকে যাতে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এজন্য সকলকেই সমানভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে বনায়নের উপরও জোর দেন বনমন্ত্রী। তিনি বলেন বোন আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেজন্য প্রত্যেককেই বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন বনমন্ত্রী। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই রেলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বনমন্ত্রী বলেন জনগণকে সচেতন করাই হলো এ ধরনের রেলীর অন্যতম লক্ষ্য।

গত দুইদিনে একই বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আতঙ্ক

কমলপুর, ৫ জুন: ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার মায়াছড়ি খেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এক বিধবা মহিলার বাড়িতে পরপর দুই দফা অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের এই হামলায় বাড়ির আসবাবপত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত দু'দিন ধরে একই বাড়িকে লক্ষ্য করে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। আগুনে বিধবা মহিলার বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি হয়েছে।

খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তবে আগুনের তীব্রতায় ঘরের ভেতরে থাকা অধিকাংশ সামগ্রী রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি বর্তমানে চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার এই মহিলার বাড়িতে প্রথম আগুন লাগানো হয়। তখন ঘরের সব আসবাবপত্র নষ্ট হয়নি। এমনকি আগুন লাগানোর বেশ কিছু চিহ্নও ছিল। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে গেছিল। কিন্তু গতকাল রাতে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন ঢেলে পুনরায় আগুন লাগানো হয়েছে। গতকালের আগুনে গোটা ঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘরে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বাড়ির মালিক বিধবা মহিলা বর্তমানে দেওঘরে অবস্থান করছেন। প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তারা দ্রুত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারেরও দাবি ওঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

তেলিয়ামুড়ায় ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল দশা, বাড়ছে যানজট ক্ষোভে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ জুন: তেলিয়ামুড়া শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে জনঅসন্তোষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বর্তমান ট্রাফিক ইনচার্জ নিবাস চন্দ্র দাস দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই শহরের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে প্রতিদিনই অবৈধ পার্কিং, তীব্র যানজট এবং ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা নিত্যদিনের সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া শহর সংলগ্ন বিভিন্ন অংশে অবৈধভাবে যানবাহন পার্কিংয়ের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে বাজার এলাকা এবং ব্যস্ত মোড়গুলিতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, মাঝে মধ্যে একজন এসপিও বা কনস্টেবল মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হলেও বিস্তীর্ণ এলাকায় একজন কর্মীর পক্ষে ট্রাফিক ব্যবস্থা সামাল দেওয়া কার্যত অসম্ভব। ফলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখা যায় সপ্তাহের দুই হাটবারসোমবার ও শুক্রবার। ওই দিনগুলিতে তেলিয়ামুড়া ফল বাজার থেকে অম্পি চৌমুহনী পর্যন্ত জাতীয় সড়কের দুই পাশে শতাধিক টমটম ও অটোরিকশা অবৈধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এর ফলে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যেকোনো সময় অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বা অন্যান্য জরুরি পরিষেবার যানবাহন আটকে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, অতীতে একাধিক ট্রাফিক ইনচার্জ তেলিয়ামুড়ায় দায়িত্ব পালন করলেও ট্রাফিক ব্যবস্থার এমন বেহাল চিত্র আগে কখনও দেখা যায়নি। তাদের অভিযোগ, বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় মাঠপর্যায়ে নজরদারির অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে ট্রাফিক বিভাগের অভ্যন্তরীণ সূত্রে অভিযোগ, পর্যাপ্ত জনবল থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন এসপিও ও কনস্টেবলকে অফিস-সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে। ফলে রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না, যার প্রভাব সরাসরি পড়ছে যান চলাচলের ওপর। এই পরিস্থিতিতে শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট ও ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, প্রশাসনের তরফে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতীয় সড়ক ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হোক। তবে এ বিষয়ে ট্রাফিক ইনচার্জ নিবাস চন্দ্র দাসের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, ট্রাফিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বিভাগ নিয়মিতভাবে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই দাবিতে সন্তুষ্ট নন বহু স্থানীয় বাসিন্দা। তাদের মতে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করলেই তার প্রমাণ মিলবে।

দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ২১ দফা দাবিতে সমাজকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন

আগরতলা, ৫ জুন: রাজ্যের দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়ন ও অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে শুক্রবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২১ দফা দাবিপত্র পেশ করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৫ হাজার টাকা করা, রাজ্যে দৃষ্টিহীনদের সুবিধার্থে একটি ব্রেল প্রেস স্থাপন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দৃষ্টিহীনদের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, এবং দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে ব্রেল ও উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক দাবি উত্থাপন করা হয়। সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিগুলো বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের দৃষ্টিহীন নাগরিকরা। তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির স্বার্থে সরকারকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তারা। ডেপুটেশন গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান।

বাইক বুস্ট পরিষেবা বন্ধের দাবিতে রেপিডো চালকদের বিক্ষোভ, অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ

আগরতলা, ৫ জুন: অ্যাপভিত্তিক যাতায়াত পরিষেবা সংস্থা রেপিডোর নতুন 'বাইক বুস্ট' পরিষেবার বিরোধিতা করে বিক্ষোভে সামিল হলেন রেপিডো চালকরা। শুক্রবার আগরতলার ধলেশ্বরস্থিত রেপিডো অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন তারা।

রেপিডো দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও মোটরসাইকেলভিত্তিক যাত্রী পরিবহণ পরিষেবা পরিচালনা করে আসছে। তবে সম্প্রতি সংস্থার চালু করা 'বাইক বুস্ট' পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে চালকদের মধ্যে। অভিযোগ, এই পরিষেবার মাধ্যমে যাত্রীরা তুলনামূলক কম খরচে বেশি দূরত্বে যাতায়াতের সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে প্রতি ট্রিপে চালকদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে।

বিক্ষোভকারী চালকদের দাবি, ত্রিপুরায় প্রায় ৫০০ রেপিডো চালক এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান মূল্যের মধ্যে কম ভাড়ায় পরিষেবা প্রদান করে তাদের পক্ষে লাভজনকভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে বহু চালকের জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে। চালকদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে তারা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে রেপিডো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে 'বাইক বুস্ট' পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও পরিষেবাটি চালু থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে তারা আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে ধলেশ্বর অফিসের সামনে জড়ো হয়ে চালকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং 'বাইক বুস্ট' পরিষেবা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাশাপাশি দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য রেপিডোর পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেন তারা। বিক্ষোভকারীরা জানান, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস এবং তাদের দাবির বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৫ জুন ।। কলকাতায় প্রিটোরিয়া স্টিট এবং সল্টলেকসিত ত্রিপুরা ভবনে ৫ জুন শুক্রবার যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে দুটি ত্রিপুরা ভবনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহব্বানে সাড়া দিয়ে 'এক পেড় মা কে নাম' এই ভাবনায় বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা ভবনের জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার রামেশ্বর চক্রবর্তী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে শুরু হয়েছে 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযান। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করা। প্রত্যেক নাগরিককে নিজের মায়ের নামে অন্তত একটি গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গাছ যেমন আমাদের জীবন, অক্সিজেন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তেমনি মা আমাদের জীবনকে স্নেহ ও মমতায় সমৃদ্ধ করেন। তাই একটি গাছ রোপণের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মাতৃত্বউভয়ের প্রতিই সম্মান প্রদর্শনের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর আহবানে এই অনন্য জনআন্দোলন। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃক্ষরোপণ, এবং সেই সমস্ত বৃক্ষগুলিকে নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন জয়েন্ট রেসিডেন্ট কমিশনার শ্রী চক্রবর্তী। প্রিটোরিয়া স্টিট এবং সল্টলেকে দুটি অনুষ্ঠানেই ত্রিপুরা ভবনের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ এবং অতিথি ও আবাসিক গণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বনমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বন দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি এবং সি.আর.পি.এফ. গ্রুপ সেন্টারের যৌথ সহযোগিতায় শালবাগানস্থিত সি.আর.পি.এফ.-এর গ্রুপ সেন্টারের ক্যাম্পাস হলে আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণে এবং পরিবেশ রক্ষায় জনগণকে উৎসাহিত করতে প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী বন দপ্তরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বৃক্ষরোপণে আগ্রহীদের বন দপ্তর থেকে বিনামূল্যে গাছের চারা সরবরাহ করা হয়। বনসৃজন এবং বন সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার জন্য এবং বৃক্ষরোপণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য বনমন্ত্রী সি.আর.পি.এফ. গ্রুপ সেন্টারকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির ৫০০ চারা গাছ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আজ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০০ চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে। বনমন্ত্রী বলেন, এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হলো "ইন্সপায়ারড বাই নেচার ফর ক্লাইমেট ফর আওয়ার ফিউচার" বা "প্রকৃতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য"। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে বনমন্ত্রী সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পি.সি.সি.এফ. আর. কে. সামাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কে. শশীকুমার, টেকনো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুশ্রম রুখতে তৎপর প্রশাসন

আগরতলার বিভিন্ন দোকানে শ্রম দপ্তরের আকস্মিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: রাজ্যে শিশুশ্রম বন্ধ করতে এবং নাবালক-নাবালিকাদের অধিকার রক্ষায় কঠোর অবস্থান নিল রাজ্য শ্রম দপ্তর। শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নাবালক ও নাবালিকাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছেএমন খবর পেয়েই হঠাৎ করে ময়দানে নামেন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

জানা গেছে, শ্রম দপ্তরের ডাইরেক্টর বিনয়-ভূষণ দাসের নেতৃত্বে দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল এদিন রাজধানীর কলেজ টিলা এলাকার "কাজল রেখা ফাস্টফুড" দোকান সহ বেশ কয়েকটি দোকানে আকস্মিক অভিযান চালান। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা সরেজমিনে বেশ কিছু দোকানে নাবালক শ্রমিক দিয়ে কাজ করানোর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ও অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান।

অভিযান চলাকালীন শ্রম দপ্তরের ডাইরেক্টর বিনয়-ভূষণ দাস এবং অন্যান্য আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট দোকান মালিকদের কঠোরভাবে সতর্ক করেন। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কোনো অবস্থাতেই যেন ভবিষ্যতে কোনো শিশু বা নাবালককে দিয়ে দোকানে কাজ করানো না হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, প্রথমবার হওয়ায় দোকান মালিকদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এই নির্দেশ অমান্য করে শিশুশ্রমিক দিয়ে কাজ করায়, তবে আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও শাস্তিমূলক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের এই ঝটিকা অভিযানে স্বাভাবিকভাবেই নিয়ম লঙ্ঘনকারী ব্যবসায়ী মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি'র উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: আজ উমাকান্ত একাডেমির অডিটোরিয়ামে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সারা রাজ্য থেকে প্রায় ২৭০ জন বালক ও বালিকা এনসিসি ক্যাডেট অংশ নেয়। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হলো-' প্রকৃতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য"। এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি''র কর্ণেল এন এস বাথ বলেন, নির্মল পরিবেশ ও জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজধানী আগরতলার ৭টি কলেজ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। এরূপ কর্মসূচি রাজ্যের ৭টি জেলায় সংগঠিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনাকে সার্থক রূপ দিতে আমাদের সকলকে নিত্যদিনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। এছাড়া বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে বক্তব্য রাখেন ব্রেক থ্রো সায়েন্স সোসাইটির উপদেষ্টা তথা এমবিবি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পূর্ণেন্দু কান্তি দাস, এই সংস্থার সহ সভাপতি রাজু আচার্য ও সাধারণ সম্পাদক তিলক চক্রবর্তী। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে জিরানীয়ায় বৃক্ষরোপন: জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আজ মহকুমা কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন চারাগাছ রোপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পামেলা সাহা, ডিসি অরিজিৎ দেববর্মা সহ মহকুমা শাসক অফিসের কর্মচারিগণ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মোহনপুরে বৃক্ষরোপন, স্বাস্থ্য শিবির: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত কলকলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য শিবির এবং তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ১২০ জন গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ডায়াবেটিস, রক্তাল্পতা এবং বিভিন্ন রোগের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২০ জনের ডায়াবেটিস ধরা পরেছে। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক প্রফেসর ডা. সুব্রত বৈদ্য, ডা. অমর ত্রিপুরা, ডা. টি রিয়াং সহ অন্যান্য চিকিৎসকগণ এবং মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকগণ তামাক সেবনের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই কর্মসূচিতে কলকলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রশান্ত বর্ধন এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যারা উপস্থিত থেকে এবং বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিশালগড় মহকুমা শাসকের উদ্যোগে শতাধিক বৃক্ষরোপণ: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সারা দেশের পাশাপাশি বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। পরিবেশ রক্ষা ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশালগড় মহকুমা শাসক (এসডিএম) বিঙ্কি সাহার নেতৃত্বে মহকুমা কার্যালয় চত্বরে ব্যাপক ভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন মহকুমা অফিস সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় শতাধিক চারা গাছ রোপণ করা হয়। ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের সমন্বয়ে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সংরক্ষণে প্রশাসনের ইতিবাচক ভূমিকারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ করেন মহকুমা শাসক বিঙ্কি সাহা। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা মানব সভ্যতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে এবং বেশি বেশি গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেগুলির পরিচর্যার দায়িত্বও নিতে হবে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম) সমরেশ বণিক সহ মহকুমা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীরা। এছাড়াও খাদ্য দপ্তর, পিআরটিসি, এসসি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas